বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশনায়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
সমবায় অধিদপ্তর

মুদ্রণ
বি. জি. প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে। দেশের সমগ্র পল্লী এলাকার, বিশেষ করে পশ্চাদপদ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ বিভাগের কার্যক্রম সুবিস্তৃত। সরকারের নীতিমালা, অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে।এ সকল কার্যক্রমের ফলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প’ এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, বাপার্ড এবং আরডিএ একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে। আমি আশা করি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অধিকতর যত্নবান হবে এবং ২০১৪-২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনসহ অন্যান্য বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে কাঙ্খিত অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের কর্মকান্ড ও হালনাগাদ তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়তা করবে পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। ২০১৪-২০১৫ সালের প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ অনেক চড়াই-উতরাই তথা অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বেশ কয়েকবৎসর যাবৎ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

বর্তমান সরকার- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দূর্নীতিমুক্ত সুখীসমৃদ্ধ ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার** নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যম্যে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে- যা দেশের উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক বিষয় অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি)

এম এ কাদের সরকার
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনসহ সরকারের ''ভিশন ২০২১'' এ বর্ণিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং ২০০৯-২০১০ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে দেশকে দরিদ্রমুক্ত এবং স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রতি বছর তার কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪ প্রণীত হল। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রকাশনাটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে এবং এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(এম এ কাদের সরকার)

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব আশরাফুল মোসাদ্দেক যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	আহবায়ক
জনাব সৈয়দ আবদুল মমিন যুগ্মসচিব (প্রতিষ্ঠান-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন মোল্লা যুগ্মসচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ আফজাল হোসেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ হাবিবুল ইসলাম উপসচিব (প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব এস এম শাকিল আখতার উপপ্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী প্রোগ্রামার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য-সচিব

সম্পাদকীয়

সকলের সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। এ ব্যাপারে যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিবাদন জানানো হচ্ছে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সন্মানিত সচিব মহোদয়গণের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

মোট ৪টি অধ্যায়ে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনসহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন এবং সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে যা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সুধীজনের নিকট সমাদৃত হবে।

আশরাফুল মোসাদ্দেক

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র**	১
১.১	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন	২ - ৩
১.২	বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন	৩ - ৪
২.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**	৫
২.১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট	৬
২.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী	৬
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	৬ - ৭
২.৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট	৭
২.৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	৮
৩.	**২০০১৩-২০১৪ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	৯
৩.১	প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	১০
৩.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ	১০
	৩.২.১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	১০ - ১৩
	৩.২.২ ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প	১৩
	৩.২.৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) প্রকল্প	১৩ - ১৪
	৩.২.৪ যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প	১৪ - ১৫
৩.৩	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৬ - ১৮
৪.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা**	১৯
৪.১	সমবায় অধিদপ্তর	২০ - ২৩
	৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	২৩ - ২৫
	৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	২৫ - ২৯
৪.২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	২৯ - ৩৩
৪.৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৩৩ - ৪১
৪.৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৪১ - ৫৯
৪.৫	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)	৫৯ - ৬১
৪.৬	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	৬১ - ৬৫
৪.৭	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	৬৫ - ৬৯

১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের অবস্থানও পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির মধ্যে যে সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ ক) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে নিয়েজিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; খ) মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; গ) ভূমিহীন ও প্রান্তীক চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ; ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; ঙ) পল্লীর জনগণের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি; চ) প্রতিটি বাড়ি ও গ্রামের প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা; ছ) প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সম্প্রতি বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রয়াসে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির তীব্রতা হ্রাস পেলেও এখনও এর ব্যপকতা ও গভীরতা উদ্বেগজনক। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরীপ ২০০৫ অনুযায়ী আয়-দারিদ্র্যের শতকরা হার হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জরীপে ব্যবহৃত মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪.৩ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ২৫.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জরীপে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতি অনুযায়ী দারিদ্র্য পরিস্থিতির শতকরা হারের ক্ষেত্রে অনুরূপ নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দরিদ্রদের সংখ্যার দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে চরম দরিদ্রের (Absolute poor) সংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫৫.৩ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৫৬.০ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। আবার একই পদ্ধতি অনুযায়ী একই সময়ে চরম দরিদ্রের সংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ সালে ২৯.১ মিলিয়ন থেকে ২০০৫ সালে ২৭.১ মিলিয়নে হ্রাস পেয়েছে।

নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারীদের শতকরা হার বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু গত ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যের হার যেভাবে কমেছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৩ সালে নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানকারীর শতকরা হার দাঁড়াবে ১৮.১৩। নিচের সারণিতে গত ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সালের তথ্যের উপর ভিত্তি করে Regression Model -এর সাহায্যে আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য হ্রাসের হারের অভিক্ষেপণ (Projection) দেখানো হলোঃ

সারণি-১.১: বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের অভিক্ষেপণঃ ২০০৮-২০২১ সাল পর্যন্ত

বছর	উচ্চ দারিদ্র্য-রেখা (অনপেক্ষ দারিদ্র্য)	নিম্ন দারিদ্র্য-রেখা (চরম দারিদ্র্য)
২০০৮	৩৭.৩৬	২৩.৫৫
২০০৯	৩৬.০৮	২২.৪৬
২০১০	৩৪.৮১	২১.৩৮
২০১১	৩৩.৫৩	২০.৩০
২০১২	৩২.২৫	১৯.২২
২০১৩	৩০.৯৭	১৮.১৩
২০১৪	২৯.৭০	১৭.০৫
২০১৫	২৮.৪২	১৫.৯৭
২০১৬	২৭.১৪	১৪.৮৮
২০১৭	২৫.৮৭	১৩.৮০
২০১৮	২৪.৫৯	১২.৭২
২০১৯	২৩.৩১	১১.৬৩
২০২০	২২.০৪	১০.৫৫
২০২১	২০.৭৬	৯.৪৭

উৎসঃ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিধ্বস্থ কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে ঋণ সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকের কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং ৮০ এর দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

দ্বি-স্তর সমবায়কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রথমে বার্ড এবং পরবর্তীতে বার্ড ও আরডিএ যৌথভাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করে একটি নতুন মডেল উদ্ভাবন করে। সমবায়ের নবতর সংস্করণ সিভিডিপি জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, স্থানীয় পুঁজি সৃষ্টি ও ব্যবহার, স্থানীয় পুঁজি থেকে ঋণের যোগান,

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদির সমন্বয়ে সিভিডিপি এক ব্যতিক্রমধর্মী সমবায় মডেল। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)টি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বার্ড, কুমিল্লা; বিআরডিবি; আরডিএ, বগুড়া; এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অপরটি স্থানীয় সরকার বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচলনা, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা।

২.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী

১. পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন;

২. পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩. ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বীমা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;

৪. সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;

৫. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নিত্য-নতুন মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন এবং

৬. সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

২.৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

২. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

৩. পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি;

৫. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ফলাফল সম্প্রসারণ। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনে অবদান রাখার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় নিম্নরূপ আরও পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য যোগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

৬. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

৭. অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার-সংযোগ (Marketing Linkage) সৃষ্টি;

৯. খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদন এবং

১০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

২.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট

গত অর্থ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সর্বমোট বাজেট বরাদ্ধ ছিল ১৪৩৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা যা ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের তুলনায় বেশি। অনুন্নয়ন বরাদ্ধ ছিল ৩১৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১১১৭ কোটি ৬২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	রাজস্ব বাজেট
০১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সচিবালয়	৯৩২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬২ হাজার
০২.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২০৯ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৯ হাজার
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	১৪৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৩ হাজার
০৪.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৬৮ কোটি ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার
০৫.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	১১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার
০৬.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	১৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৩ হাজার
০৭.	অন্যান্য	৫০ কোটি ৩১ লক্ষ ৭২ হাজার

২.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল

	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট
১ম শ্রেণীঃ	২৩ জন	০৫ জন	২৮ জন
২য় শ্রেণীঃ	১৮ জন	০৫ জন	২৩ জন
৩য় শ্রেণীঃ	২৬ জন	০২ জন	২৮ জন
৪র্থ শ্রেণীঃ	২২ জন	০৫ জন	২৭ জন
		সর্বমোট	১০৬ জন

গাড়ী ও সরঞ্জামাদির তালিকা

গাড়ীঃ	বর্তমান	প্রস্তাবিত	মোট
(ক) কারঃ	০৩ টি	০১ টি	০৪ টি
(খ) জীপঃ	-	০১ টি	০১ টি
(গ) মাইক্রোবাসঃ	০২ টি	০১ টি	০৩ টি
(ঘ) মটর সাইকেলঃ	০১ টি	-	০১ টি

সরঞ্জামাদিঃ	বর্তমান	প্রস্তাবিত	মোট
(ক) ফটোকপিঃ	০৪ টি	০২ টি	০৬ টি
(খ) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরঃ	০১ টি	-	০১ টি
(গ) কম্পিউটারঃ	২১ টি	১৩ টি	৩৪ টি
(ঘ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রঃ	০৮ টি	০৬ টি	১৪ টি

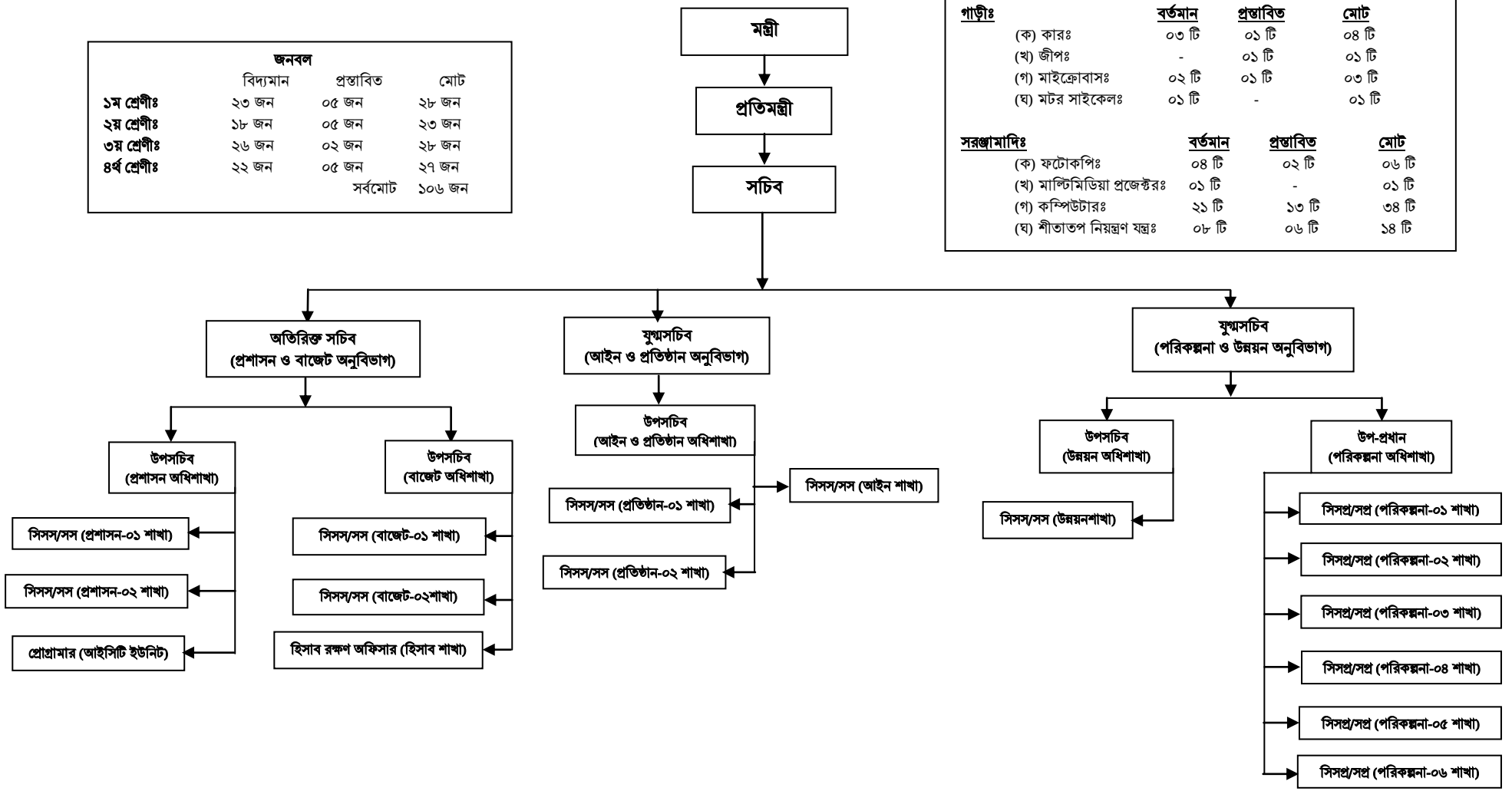

৩

২০১৩-২০১৪ সালে
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

২০১৩-১৪ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্য বিমোচনকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লী জীবনের গতিশীলতা আনায়নের জন্য হতদরিদ্রদের মাঝে নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যসীমার হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে ৪.৫কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প সমূহের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.১ প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. প্রশাসনিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন

প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অত্র বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের ICT সংক্রান্ত সেল গঠণ করা হয়েছে। ICT সেল গঠিত হওয়ায় কর্মদক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যশনাল পোর্টালের আদলে এ বিভাগের ওয়েব সাইটের সকল তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। তাছাড়া মামলার ডাটাবেইজের মাধ্যমে অধিক তথ্য সহজ লভ্য করা ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ই গভারনেন্স কর্মসূচির মাধ্যমে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ. বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির প্রসার

অবাধ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষে বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্মুক্ত করা হয়েছে। ওয়েব সাইটসমূহ নিয়মিত আপডেট এর মাধ্যমে জন সাধারণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ. শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০১৩-২০১৪ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং ৮ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের শূন্যপদ পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকল্প সমুহ

৩.২.১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত "দিন বদলের সনদ" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম। নির্বাচনী ইস্তেহার এবং রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনাসহ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার বিষয়ে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ অঙ্গীকারের আলোকে বর্তমান সরকার স্থানীয় সম্পদ, সময় ও মানবশক্তি/সত্ত্বার সর্বোত্তম ব্যবহার তথা জীবিকায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২২ লক্ষ গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। তাঁদের আয়বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্যমুক্তি ঘটতে শুরু করেছে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

- প্রতি গ্রাম থেকে ৬০টি দরিদ্র পরিবার বাছাই করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়মুখি করে তাদের পুঁজি গঠনের জন্য প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে তাদের নিজস্ব সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প থেকে মাসে ২০০ টাকা হিসেবে বছরে ২৪০০ টাকা অনুদান প্রদান করা।
- সমিতি প্রতি বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সুদবিহীন ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান করা।

- ব্যক্তি সঞ্চয়, প্রকল্প হতে প্রদানকৃত উৎসাহ বোনাস এবং ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল মিলে দুই বছরে প্রতিটি গ্রাম সমিতিতে ৯.০০ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা।
- সমিতির সভাপতি/ম্যানেজার/সদস্যদের প্রয়োজনানুযায়ী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজনানুসারে প্রকল্প গ্রহণ করে মৎস্যচাষ, পশুপালন, নার্সারি, হাঁস-মুরগি পালনসহ লাগসই পেশাভিত্তিক জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।
- এলাকার অনিবাসী ভূমি মালিকের অব্যবহৃত/পড়ে থাকা জমিজমা সমিতির আওতায় চাষাবাদ ও তা সংরক্ষণ করা।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী

দেশের ৬৪টি জেলার সকল ইউনিয়নের অনুরুপ ১ (এক) কোটি দরিদ্র পরিবারের ৫ কোটি মানুষ ।

প্রাথমিক পর্যায় (জুলাই ২০০৯-জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

দেশের ৬৪ জেলায় ৪৮১ উপজেলার প্রতিটিতে ৪টি ইউনিয়নে ৫টি করে মোট ৯৬২০ টি গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৫.৭৭ লক্ষ দরিদ্র উপকারভোগীদের সংগঠিত করে তাঁদের জীবিকায়নের জন্য গবাদি পশু, সিআইশিট (ঢেউটিন),হাঁস- মুরগি,গাছের চারা ও বীজ ইত্যাদি বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে প্রাক্কলিত ১১৯৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখে ০৫/১১/২০০৯ তারিখে প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

প্রথম সংশোধিত পর্যায় (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৩ পর্যন্ত)

প্রথম সংশোধিত পর্যায় গত ১৩-০৯-২০১১ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- জুলাই ২০১১ হতে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) অনুযায়ী সম্পদ বিতরণের পরিবর্তে সদস্যদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁদের নিজস্ব সঞ্চয় জমার বিপরীতে সমপরিমান উৎসাহ বোনাস প্রদানের মাধ্যমে কাজ শুরু করা হয়।
- প্রকল্প ব্যয় ১১৯৭.০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪৯২.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়।
- বাস্তবায়নকাল এক বছর হ্রাসকরে অর্থাৎ জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।
- প্রকল্প এলাকা পুনঃনির্ধারন করে দেশের ৬৪ জেলাধীন ৪৮৩ টি উপজেলার ১৯৩২ টি ইউনিয়িনে প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে মোট ১৭,৩৮৮ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ১০,৪৩,২৮০ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যন্নোয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- প্রথম সংশোধিত পর্যায়ে উপকারভোগীদের নিজস্ব তহবিল/মূলধন গঠনের লক্ষ্যে প্রচলিত মাইক্রো-ক্রেডিট এর পরিবর্তে মাইক্রোসেভিংস-এর নতুন দর্শন চালু করা হয়।

এক নজরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অবদান (৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিবরণ		অর্জিত অগ্রগতি
১	প্রকল্পের আওতায় সমিতি গঠন	:	৩৭,৭০০ টি
২	প্রকল্পভূক্ত উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা	:	২২,৬২,০০০টি
৩	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা	:	প্রায় ১ কোটি ১৩ লাখ জন।
৪	প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	:	১,৩৪,৩০০ জন।
৫	সদস্যদের ব্যক্তি সঞ্চয় জমা হয়েছে	:	৫৮৯ কোটি টাকা ।
৬	সরকার কর্তৃক উপকারভোগীদের বোনাস প্রদান করা হয়েছে	:	৫৮৯ কোটি টাকা।
৭	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তক তহবিল/সম্পদের অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে	:	৮১৯ কোটি টাকা।
৮	গ্রামের দরিদ্র জনগণের মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে	:	১৯৯৭ কোটি টাকা।
৯	অনলাইন ব্যাংকিং এ লেনদেনের পরিমান টাকা)	:	১০৯১ কোটি টাকা।
১০	গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে	:	১১১৫ কোটি টাকা।
১১	গ্রামে গ্রামে আয়বর্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার গড়ে উঠেছে	:	৮,২৫,০০০ টি
১২	খামারের ধরনঃ	:	
	মৎস্য চাষ	:	১,১৫,৪০০টি
	হাঁস-মুরগি পালন	:	১,৮৪,৮০০ টি
	গবাদিপশু পালন	:	২,৭৬,৭০০ টি
	নার্সারী	:	৫১,৮০০ টি
	সবজি বাগান	:	৫২৭০০ টি
	অন্যান্য	:	১,৪৭,৭০০ টি

প্রকল্পের প্রভাব

- গত এক বছরে প্রকল্পভুক্ত পরিবার প্রতি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০,৯২১ টাকা।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫% থেকে কমে ৩% এ দাঁড়িয়েছে।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় অধিক আয়ের পরিবার সংখ্যা ২২.৮% থেকে ৩১% এ উন্নীত হয়েছে।
- অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সমিতি পর্যায়ে সকল আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হওয়ায় গ্রামীণ জনপদে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হতে শুরু হয়েছে।
- গ্রামে গ্রামে জীবিকাভিত্তিক আয়বর্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক খামার বাস্তবায়িত হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির হার বেড়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ জনপদে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের প্রচার প্রচারণা

প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, হ্যান্ড বুক, লিফলেট, পোষ্টার, ক্যালেন্ডার, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গানের সিডি ও বিলবোর্ড প্রদর্শনসহ বিটিভিতে বিভিন্ন সময়ে ধারনকৃত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সফলতা অর্জনের ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সৃজন

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প । সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রকল্পটি স্থায়ী কাঠামোতে রূপদানের জন্য 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সফলতার নতুন অধ্যায়ঃ ইলেক্ট্রনিক অর্থ ব্যবস্থাপনা ও অনলাইন ব্যাংকিং

- প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আরও এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রকল্পের সকল আর্থিক ব্যবস্থাপনা মোবাইল ব্যাংকিং/অনলাইন নির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- গ্রাম সমিতির সদস্যগণ যাতে তাদের সঞ্চয় ইউনিয়ন তথ্যসেবাকেন্দ্র হতে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জমা দিতে পারেন এবং প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় প্রাপ্তির তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক এশিয়া বিগত ১০ মে ২০১২ তারিখ থেকে মুন্সিগঞ্জ জেলায় এবং পরবর্তীতে ইউসিবিএল ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে সকল জেলায় অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত গ্রাম সমিতির সদস্যগণ ২৫০৪.১০ কোটি টাকা অনলাইনে লেনদেন করেছেন।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তি

- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০১০-২০১৬ মেয়াদে দেশের ৬৪ জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় ৪৫০৩টি ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে মোট ৪০,৫২৭টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ২৪.৩১ লক্ষ পরিবার তথা প্রায় ১ কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- এ পর্যন্ত প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। ইতোমধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পের নতুন দর্শন 'মাইক্রোসেভিংস' এবং অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ কাজের জন্য দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক Digital Fair এ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প e-financial inclusion and poverty alleviation এর উপর Manthan Award-2013 লাভ করেছে।
- ২০/০২/২০১৪ তারিখে ইতালীর রোমে অনুষ্ঠিত IFAD গভর্নরস কাউন্সিল সভায় মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প কার্যক্রমের উপর আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২১/০২/২০১৪ তারিখে FAO এর প্রধান কার্যালয়ে United Nations কর্তৃক ২০১৪ সালকে International Year for Family Farming ঘোষনার প্রেক্ষাপটে One House One Farm: A project for Family Farming & Poverty Alleviation শীর্ষক সেমিনারে একটি বাড়ি একটি খামারের সার্বিক কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়।
- উক্ত সেমিনার শেষে উপস্থিত দূতাবাসের প্রতিনিধি ও FAO এবং United Nations- এর প্রতিনিধিবৃন্দ এ প্রকল্পের দর্শনকে বিশদভাবে তুলে ধরার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের সুপারিশ করেন।

উপসংহার

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অন্তর্নিহিত যে চিন্তা ও চেতনা রয়েছে তা জনগণ ইতোমধ্যে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। সরকারের প্রতি বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের সকল গ্রামে এ কার্যক্রম চালু করা হলে একদিকে যেমন সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাইক্রোক্রেডিট নামক ঋণের অত্যাচার থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে। জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হবে এক নতুন বিপ্লব- ইতিহাস হয়ে রবে জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার এ মহান দর্শন- 'একটি বাড়ি একটি খামার'।

৩.২.২. ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) শীর্ষক প্রকল্পটি ১০১২৬৫.২২ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য ১০০৮৫৪.০৬ লক্ষ টাকা এবং জিওবি ৪১১.১৬ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ হতে মার্চ, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্চ ২০১৬ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠির অতিদারিদ্র বিমোচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান, কৃষি ও অ-কৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশলের (MDG) লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের চর, হাওর, বাওর, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে কাজের সংস্থান হয় না এমন অতি দারিদ্র পীড়িত অঞ্চল, পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মোট ১০১২৬৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৮-২০১৬ মেয়াদের এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ৩৩ টি পার্টনার এনজিও ৩০ টি জেলায় ১১৯ টি উপজেলায় ৯ টি স্কেল ফান্ড ও ২৭ টি ইনোভেশন ফান্ড (মোট ৩৬ টি) সহযোগী এনজিওর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে কাজ করছে। এছাড়া এডভোকেসী ও রিসার্চ কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারক, আইন প্রণেতা, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজকে অতিদরিদ্র-বান্ধব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ইইপি প্রকল্পের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য ও প্রাসঙ্গিক ছবি

ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্পটি ৩০টি জেলার ১১৯টি উপজেলায় সর্বমোট ২,৩০,০০০ জন সুবিধাভোগীদের জন্য কাজ করছে। এ প্রকল্প অতি দরিদ্র পরিবারকে তাদের প্রয়োজন ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকার সম্পদ হস্তান্তর এবং ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি প্রদানে সহায়তা করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত উপকারভোগীদের ৪১টি দল সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ১০টি সমিতির রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.২.৩. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) প্রকল্প

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। প্রকল্পটি ৬৪ টি জেলার ৬৬ টি উপজেলায় সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বার্ড , আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।''ঋণ নয় প্রশিক্ষণ'' সিভিডিপি'র মূলনীতি। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত (জুন/২০১৪ পর্যন্ত) ৪২৭৫ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন ও নিবন্ধন হয়েছে। প্রকল্পটির

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৬১৯৫৭ জনে উন্নীত হয়েছে । পুঁজি গঠিত হয়েছে ১০২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২৩২১৯৪ জন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ১১৮৭০৮ জনের এবং সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমবায়ীদেরকে প্রায় ১৬৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। সিভিডিপি ভুক্ত সমিতি গুলো জাতিগঠন মূলক বিভাগ সমূহ এবং এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয় করে দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি ২য় পর্যায়) প্রকল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র

প্রশিক্ষণই সিভিডিপি প্রকল্পের মূল উপাদান। সিভিডিপি প্রকল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নসহ বিপুল জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সিলেটে সিভিডিপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিচ্ছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সন্মানিত সচিব জনাব এম কাদের সরকার ,এ, সিভিডিপি প্রকল্পের গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতিশ্রেষ্ঠ গ্রামকর্মী ও শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরষ্কার দিচ্ছেন ,

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের গাইবান্দা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার চাঁদ করিম সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে উক্ত গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়

সিভিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আল নূরী ফয়জুর রেজা নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় সিভিডিপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিচ্ছেন

৩.২.৪ যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি কারিগরি সহায়তাধর্মী চলমান প্রকল্প। M4C প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্রতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP) এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের অর্থায়নঃ	:	এসডিসি এবং জিওবি
প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ	:	মে ২০১৩ হতে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ঃ	:	৬৩০৮.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ৫৫৫৯.৮৫; জিওবি-৭৪৯.০০ লক্ষ)
প্রকল্প এলাকাঃ	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।

M4C প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন

চর জনগোষ্ঠীর গ্রুপ ফর্মেশন এবং কৃষি উন্নয়ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ১০টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় ৪টি এনজিওসহ ১টি এগ্রো-মেশিনারী কোম্পানী নির্বাচন করা হয়। ৭টি কৃষি উৎপাদন খাত (ভূট্টা, মরিচ, পাট, পিয়াজ, সরিষা, বাদাম এবং ধান), হস্তশিল্প, আর্থিক সেবা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ৬০,০০০ চর পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচিত জিও, এনজিও, স্থানীয় সেবাদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। ফলে চলতি অর্থ বছরের জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৪০,০০০ চর পরিবারের কৃষিখাতে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

৩.৩ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি।

(লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	আরএডিপি বরাদ্দ (২০১৩-১৪)				টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %)	জুন,২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়			
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	সংস্থার নিজস্ব তহবিল		মোট (বরাদ্দের %)	টাকা (টাকা বরাদ্দের %)	প্রঃ সাঃ (প্রঃ সাঃ বরাদ্দের%)	সংস্থার নিজস্ব তহবিল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৫	১১৭১১৭.৯০	৮১৫৪১.৯০	৩০২২১.০০	৫৩৫৫.০০	৮১৫৩১.৯০ (৯৯.৯৯%)	১২৫১৭৬.০৯ (১০৬.৮৮%)	৭৯৬৭৯.৬৬ (৯৭.৭২%)	৪০৩৭৬.২৩ (১৩৩.৬০%)	৫১২০.২০ (৯৫.৬২%)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ও ব্যয়/অগ্রগতির তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি			জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বরাদ্দ মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	ব্যয় মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সমবায় অধিদপ্তর							
১.	সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	১৮১৩.২৫ ১৮১৩.২৫ ০.০০	৩৬৮.৬০ ৩৬৮.৬০ ০.০০	৩৫৭.৮০ ৩৫৭.৮০ ০.০০	৯৭.০৭	১৪৪৯.৭৮ ১৪৪৯.৭৮ ০.০০	৭৯.৯৫
২.	সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৪৯৬.২৭ ২৪৯৬.২৭ ০.০০	৬৭৭.০০ ৬৭৭.০০ ০.০০	৬৬০.৪৮ ৬৬০.৪৮ ০.০০	৯৭.৫৬	২১২১.৮৬ ২১২১.৮৬ ০.০০	৮৫
৩.	দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	৩৯২৪.০৭ ৩৯২৪.০৭ ০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০	১১৯৬.১৬ ১১৯৬.১৬ ০.০০	৯৯.৬৮	১৪০৬.৩১ ১৪০৬.৩১ ০.০০	৩৫.৮৩
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড(বিআরডিবি)							
৪.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	১৩১৩৯.৮২ ১৩১৩৯.৮২ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০	১৯৯৯.৭৮ ১৯৯৯.৭৮ ০.০০	১০০	৩৩৩০.১১ ৩৩৩০.১১ ০.০০	৩৫
৫.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১৬)	৬০৯৩.৬১ ৬০৯৩.৬১ ০.০০	১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০	১৭৭৫.১৪ ১৭৭৫.১৪ ০.০০	৯৯	২২৮৫.৪৫ ২২৮৫.৪৫ ০.০০	৩৮
৬.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায় (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৭)	৩৩১৪২.০৭ ১৯০৮৫.৪৫ ১৪০৫৬.৬২ (নিজস্ব তহবিল)	৫৬০১.০০ ২৭৩৬.০০ ২৮৬৫.০০ (নিজস্ব তহবিল)	৫৫৭১.০০ ২৭০৬.০০ ২৮৬৫.০০ (নিজস্ব তহবিল)	৯৯	৬৫৩০.২২ ৩১৬৫.২২ ৩৩৬৫.০০ (নিজস্ব তহবিল)	২২
৭.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (পিআরডিপি-২)(সংশোধিত) (জুন, ২০০৫-জুন,২০১৫)	৬৮২১.৫৩ ৫৫০০.১৯ ১৩২১.৩৪	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০	১২৯৪.৮৭ ১২৯৪.৮৭ ০.০০	৯৯.৬০	৬১০৯.৫৪ ৪৮১১.০৩ ১২৯৮.৫১	৯০
৮.	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৬)	২০৪৩.৭৫ ২০৪৩.৭৫ ০.০০	৩৪৩.০০ ৩৪৩.০০ ০.০০	৩৩৮.৪৮ ৩৩৮.৪৮ ০.০০	৯৯	৪৩৩.৮৭ ৪৩৩.৮৭ ০.০০%	২১
৯.	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	১৯৮৩.০৬	২৭৫.০০	২২০.৬৬	৮০	২৮৪.৩১	১৪

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি			জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বরাদ্দ মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	ব্যয় মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত)	১৯৮৩.০৬ ০.০০	২৭৫.০০ ০.০০	২২০.৬৬ ০.০০		৩৮৪.৩১ ০.০০	
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বাপার্ড)							
১০.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৬)	২২৭৪৮.৬৬ ২২৭৪৮.৬৬ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০	১৪৮৬.১০ ১৪৮৬.১০ ০.০০	৯৯.০৭	২৯৫৮.৪৯ ২৯৫৮.৪৯ ০.০০	১৩
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডি), বগুড়া							
১১.	আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-পরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা(সংশোধিত) প্রকল্প জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৫)	২৮২১.৫২ ২৮২১.৫২ ০.০০	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০	২৯৯.৬৫ ২৯৯.৬৫ ০.০০	১০০	১৭৬১.৭৭ ১৭৬১.৭৭ ০.০০	৮৮
১২.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯- জুন, ২০১৪)	২৯৬৫.৩৭ ২৯৬৫.৩৭ ০.০০	১০৭০.৩০ ১০৭০.৩০ ০.০০	১০৬৮.০৫ ১০৬৮.০৫ ০.০০	১০০	২৯৫০.৫৭ ২৯৫০.৫৭ ০.০০	১০০
১৩.	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) প্রকল্প জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪)	৬৪২৫.০০ ৬৪২৫.০০ ০.০০	১৩২৮.০০ ১৩২৮.০০ ০.০০	১৩২৭.৬৮ ১৩২৭.৬৮ ০.০০	১০০	৩৬১১.৬৯ ৩৬১১.৬৯ ০.০০	৮১.১৫
১৪.	গবাদী পশুপালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০০৯- ডিসেম্বর. ২০১৫)	৫১৫৫.৭৪ ৫১৫৫.৭৪ ০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০	১১৯২.৮৫ ১১৯২.৮৫ ০.০০	১০০	৪০৩৮.৯১ ৪০৩৮.৯১ ০.০০	৬৮.৯২
১৫.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (M4C) প্রকল্প (মে, ২০১৩ হতে নভেম্বর, ২০১৬)	৬৩০৮.৮৫ ৭৪৯.০০ ৫৫৫৯.৮৫	১৪৯১.০০ ৩৬৮.০০ ১১২৩.০০	১৪৯০.৭০ ৩৬৭.৭০ ১১২৩.০০	১০০	২৬৯৪.৭০ ৩৭৭.২৪ ২৩১৭.৪৬	৬৩.৬৩
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)							
১৬.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯-জুন,২০১৪)	২৯৩৮.০০ ২৯৩৮.০০ ০.০০	৪৯১.০০ ৪৯১.০০ ০.০০	৪৯১.০০ ৪৯১.০০ ০.০০	১৬.৭১	২৯৩৮.০০ ২৯৩৮.০০ ০.০০	১০০
১৭.	দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৩-জুন,২০১৬)	৫৪০০.০০ ৫৪০০.০০ ০.০০	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০	১১৮৫.০৩ ১১৮৫.০৩ ০.০০	২১.৯৫	১১৮৫.০৩ ১১৮৫.০৩ ০.০০	২১.৯৫
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)							
১৮.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১২-জুন, ২০১৪)	২৭২৮.২৪ ২০৩৮.০০ ৬৯০.২৪ (নিজস্ব তহবিল)	১৪৩৬.০০ ১১৪৬.০০ ২৯০.০০ (নিজস্ব তহবিল)	১০৩০.০০ ৮২৫.০০ ২০৫.০০ (নিজস্ব তহবিল)	৭২	২২৩৩.২৪ ১৭১৭.০০ ৫১৬.২৪ (নিজস্ব তহবিল)	৭৫
১৯.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্তিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৩-ডিসেম্বর, ২০১৫)	১৬৫৫.০০ ১২৪১.০০ ৪১৪.০০ (নিজস্ব তহবিল)	২৫০.০০ ১০০.০০ ১৫০.০০ (নিজস্ব তহবিল)	১৪০.১৮ ৮৯.৯৮ ৫০.২০ (নিজস্ব তহবিল)	৬৫	১৪০.১৮ ৮৯.৯৮ ৫০.২০ (নিজস্ব তহবিল)	২৫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি			জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			বরাদ্দ মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	ব্যয় মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক মোট: টাকা: প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)							
২০.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬)	২৭১৪০.৬৭ ১৯৯৯০.৬৭ ৭১৫০.০০ (নিজস্ব তহবিল)	৫২৫০.০০ ৩২০০.০০ ২০৫০.০০ (নিজস্ব তহবিল)	৫১৯৯.৮৫ ৩১৯৯.৮৫ ২০০০.০০ (নিজস্ব তহবিল)	৯৯.৯৯	৭২১৩.৭২ ৪২১৩.৭২ ৩০০০.০০ (নিজস্ব তহবিল)	২৭
২১.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন(পিডিবিএফ) এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ ২০১৪-মার্চ ২০১৭)	১৭১০.০০ ১৭১০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০	৩৯.২২ ৩৯.২২ ০.০০	৭৮.৪৩	৩৯.২২ ৩৯.২২ ০.০০	২.২৯
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ							
২২.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯- জুন, ২০১৬)	৩১৬২৯৬.৬৮ ৩১৬২৯৬.৬৮ ০.০০	৫৬২১৯.০০ ৫৬২১৯.০০ ০.০০	৫৪৯২৭.১১ ৫৪৯২৭.১১ ০.০০	৯৭.৭০	১৬৮৬৮৫.৩৫ ১৬৮৬৮৫.৩৫ ০.০০	৫৩
২৩.	ইকনমিক এমপাওয়ামেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ(ইইপি) (ফেব্রুয়ারি ২০০৮-ডিসেম্বর, ২০১৫)	৮৮৭১৯.২৪ ৩১৯.২৪ ৮৮৪০০.০০	১৩১২৩.০০ ৪৫.০০ ১৩০৭৮.০০	২১৭১৯.৮৯ ৪৩.৯৪ ২১৬৭৫.৯৫	১৬৫.৫১	৭৬৫৯৫.৪৮ ২০৮.১৯ ৭৬৩৮৭.২৯	৮৬
২৪.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসুচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায় (সংশোধিত) (জুলাই,২০০৯- ডিসেম্বর, ২০১৪)	৯৫৯৬.৩৩ ৯৫৯৬.৩৩ ০.০০	২১৫৪.০০ ২১৫৪.০০ ০.০০	২১৩৬.০১ ২১৩৬.০১ ০.০০	৯৮.৩৮	৬৩১৭.১৫ ৬৩১৭.১৫ ০.০০	৯৪.২৬
২৫.	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৬)	৮৩৭৫৫.৪২ ২০৩৫.৪২ ৮১৭২০.০০	১৬৪৯১.০০ ৪৭১.০০ ১৬০২০.০০	১৮০২৮.৪০ ৪৫১.১২ ১৭৫৭৭.২৮	১০৯	৬৩৯৯৭.৩৫ ৮৩৯.৪১ ৬৩১৫৭.৯৪	৭৬.১৪

৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধান পাঁচটি সংস্থা রয়েছে, এগুলো হলো- সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। এতদ্ব্যতীত রয়েছে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এছাড়া কিছু আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলো হলো-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট; নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী; টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল; বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, মুক্তাগাছা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, মৌলভীবাজার; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, ফেনী; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, রংপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, খুলনা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, ফরিদপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, বরিশাল; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, নওঁগা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, কুষ্টিয়া।

৪.১. সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তর এর আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভুমিকা রেখে চলেছে। নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতি ১,৯৪,৬৬২ টি। এ সকল সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,০২,৯৭,০৮১ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৭০৮৪ কোটি টাকা। এ বিপুল সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমুহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (জুলাই'১৩ হতে জুন'১৪ পর্যন্ত)

নতুন সমিতি সংগঠনঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন । ২০১৩-১৪ সালে সমবায় অধিদপ্তরে ১৮,১২২ টি নতুন প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ২৯ টি নতুন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে।

সমিতির নিবন্ধন বাতিলঃ কিছু কিছু সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পর এক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর হয়ে যায়। তখন অবসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা সরাসরি এ সকল সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়। ২০১৩-১৪ সালে মোট ৯,৬৭৪ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ১৪ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। নতুন সমিতি নিবন্ধন ও অকার্যকর সমিতির নিবন্ধন বাতিলের পর ২০১৩-১৪ বছর শেষে সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯৪,৬৬২ টি যার মধ্যে ১,৯৩,৫১২ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ১,১২৮ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও ২২ টি জাতীয় সমবায় সমিতি।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যাঃ ২০১৩-১৪ সালে নতুন সমিতি নিবন্ধন ও পুরনো সমিতিতে নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৩,৫৪,৬২১ জন। অপরদিকে নিবন্ধন বাতিলের ফলে সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায় ৪,০৭,০৯৭ জন। ফলে চলতি বছরে সদস্য ব্যক্তি সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৯,৪৭,৫২৪ জন। ২০১২-১৩ সালে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৩,৪৯,৫৫৭ জন এবং ২০১৩-১৪ সালে বছরের শেষে সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা হয়েছে ১,০২,৯৭,০৮১ জন।

সমবায় সমিতির অডিটঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০১৩-১৪ সালে মোট ১,২০,২২০ টি সমবায় সমিতির হিসাব অডিট করা হয়েছে। যার মধ্যে ১,১৯,১৪৯ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ১,০৭১ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ।

প্রশিক্ষণঃ সমবায় সমিতির সদস্য ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ২০১৩-১৪ সালের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগন বিভিন্ন সময় উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ৮ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে রিফ্রেসার্স কোর্স, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কোর্স, সমবায় ব্যবস্থাপনা কোর্স, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		অগ্রগতির হার (প্রশিক্ষণার্থী)
	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	
২০১৩-১৪	২৫১	৬৪৭৫	৩৬৬	৯৪৬৪	১৪৬%

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণঃ সমবায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে সমিতি পর্যায়ে সমবায়ীগণকে সমিতি পরিচালনা, হাঁস মুরগী ও গবাদী পশু পালন এবং জাতীয় কর্মসূচি যেমন বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপঃ

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		অগ্রগতির হার
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২০১৩-১৪	১,১৬,৯৭৯	১,১৫,৪৬৯	৯৯%

অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়ঃ সমবায় অধিদপ্তর সরকারি রাজস্ব আয়ে ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট করার পর সমিতি হতে নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ সালে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসাবে ৩৪.৬৪ কোটি টাকা ও অডিট ফি হিসাবে ২.৯৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ৩৭.৫৯ কোটি টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাঃ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১৩-১৪ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৬.৫৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায় করা হয়েছে প্রায় ৫.৩৭ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত) আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ৮১.৫৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৫১.৬৮ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

আইন প্রণয়নঃ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২) প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সমবায় সমিতি আইন, ২০১৩ অনুমোদিত হয়। মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে সমবায় সমিতি আইন,২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

৪২ তম জাতীয় সমবায় দিবসের শুভ উদ্বোধন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এম. পি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এম. পি.

৪২ তম জাতীয় সমবায় দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এম. পি.

৪২ তম জাতীয় সমবায় দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার

৪২ তম জাতীয় সমবায় দিবস ফরিদপুর জেলা সমবায় কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্তমান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন, এম. পি

গাভী পরিচর্যারত প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী

দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: মসিউর রহমান রাঙ্গা এম. পি

প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

সমবায় অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ : ২০১৩-২০১৪ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণীতে- ৪ জন, ৩য় শ্রেণী- ২৪৫ জন ও ৪র্থ শ্রেণী- ৬৩ জনসহ সর্বমোট ৩১২ জন'কে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগের ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পদোন্নতি: ২০১৩-২০১৪ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণীতে-০২ জন, ৪র্থ শ্রেণী- ৯ জনসহ সর্বমোট ১১ জন'কে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। পদোন্নতির ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের তথ্য

কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল

(ক) কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল ২০১১ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করে ৩১/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) টি বিভাগে যথাক্রমে সর্বমোট ৩২৫টি সমবায় বাজার চালু হয়েছে তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৭০ (একশত সত্তর) টি , রাজশাহী বিভাগে ২৩ (তেইশ) টি, খুলনা বিভাগে ২৮ (আটাশ) টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) টি, সিলেট বিভাগে ২৪ (চব্বিশ) টি, বরিশাল বিভাগে ১৩ (তের) টি, রংপুর বিভাগে ১১ (এগার) টি সমবায় বাজার চালু রয়েছে।

(খ) সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা ২০১৩ গত ০১-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নীতিমালার কপিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

(গ) সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৫৩টি প্রাথমিক সমিতি। তার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪৪ (একশত চুয়াল্লিশ)টি, রাজশাহী বিভাগে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি, খুলনা বিভাগে ৩৩ (তেত্রিশ) টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) টি, সিলেট বিভাগে ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি, বরিশাল বিভাগে ৩০ (ত্রিশ) টি, রংপুর বিভাগে ১২ (বার) টি সমবায় সমিতি।

(ঘ) জনগণের চাহিদা মোতাবেক সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১টি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও দর্শণার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতির ফলে বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবসায়িক কার্যক্রম আশানুরূপভাবে চলমান রয়েছে।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ (পাবসস)

দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভূ-সম্পদ ও জলাশয়ের ব্যবহার এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য চাহিদা পূরণ, গ্রামীন মানুষের কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক ''ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প'' বাস্তবায়ন চলছে। উক্ত প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং টেকসই ভিত্তির (Sustainability) জন্য প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। এ লক্ষ্যে উভয় দপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে সমবায় অধিদপ্তর এবং LGED অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সারাদেশে নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সংখ্যা ৯০৮টি ।

এ প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির অবকাঠামো নির্মাণসহ কারিগরি সহায়তা ও রক্ষনাবেক্ষন এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং পাবসসের বিধিবদ্ধ ও উন্নয়নমূলক কাজসমূহ যেমন-নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, বাৎসরিক অডিট সম্পাদন, নির্বাচন, পরিবীক্ষণ ও তদারকী, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের পরিচালনা করে থাকে।

৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)

১. বন্যার পরে ঘাসের স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উচ্চফলনশীল অষ্ট্রেলিয়ান হাইব্রীড সুইট জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় করে সমবায়ীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

২. গবাদিপশুর সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং সমবায়ীদের মাঝে স্বল্পমূল্যে গো-খাদ্য বিতরণের লক্ষ্য লাহিড়ীমোহনপুরে ''গো-খাদ্য কারখানা'' স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে;

৩. প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭০.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদেশী এফএমডি ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন ও ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Life Saving ভেটেরিনারী ড্রাগস ও কৃমিনাশক ক্রয় ও তা বিনামূল্যে বিতরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৪. দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সরকারের আমলে ইতোমধ্যে ১৪টি নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২৩টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

খামারীদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ

৫. বিভিন্ন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে দুগ্ধ পরিবহন নীতিমালাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে বৎসরে কমপক্ষে ৭ কোটি টাকা আর্থিক সাশ্রয় হবে;
৬. সিমেন প্রসেসিং ল্যাবরেটরীর আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
৭. বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ এলাকার বাথান ভূমি উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
৮. ঢাকা দুগ্ধ কারখানার পাস্তুরাইজার মেশিনের হিট এক্সচেঞ্জার ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
৯. ঢাকা দুগ্ধ কারখানার ৪০ বৎসরের পুরাতন ফ্রিজিং রুম মেরামত করা হয়েছে;
১০. পরিবহণ বিভাগের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ভেহিক্যাল ট্রাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

আর্থিক চিত্র (২০১৩-১৪ অর্থবছর)

- সরকারী ঋণ : ৩৫.৩৮ কোটি টাকা
- সরকারী ইক্যুইটি : ৪১.৫০ কোটি টাকা (৫৫%)
- সমবায়ীদের অংশগত মুলধন : ৩২.৯৬ কোটি টাকা (৪৪%)
- আবর্তক ঋণ (সরকারী) : ৫.০০ কোটি টাকা
- স্থায়ী সম্পদের মূল্য (অবচয় বাদে) : ১১৫.৩৩ কোটি টাকা
- অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য : ১৭২.৪০ কোটি টাকা
- নীট মুনাফা : ১.৭৫ কোটি টাকা
- বাৎসরিক টার্ণ ওভার : ৪০০.২৯ কোটি টাকা
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা (মাসিক) : ২.৯৫ কোটি টাকা
- সামাজিক কল্যাণ খাতে বাৎসরিক অনুদান (CSR) : ০.৪০ কোটি টাকা

মিল্কভিটার পণ্যসমূহ

- পাস্তুরিত প্যাকেটজাত তরল দুধ
- ফ্লেভার্ড মিল্ক
- মাখন
- ননীযুক্ত গুড়োদুধ
- ননীবিহীন গুড়োদুধ
- আইসক্রীম
- ঘি
- মিষ্টি দধি
- টক দধি
- ক্রীম
- ললিজ
- রসমালাই
- কনডেন্সড মিল্ক
- ইউ.এইচ.টি ফ্লেভার্ড মিল্ক
- ইউ.এইচ.টি তরল দুধ
- চকলেট

মিল্কভিটার সেবা/সার্ভিস সমূহ

- গবাদিপশুর প্রয়োজনীয় নিয়মিত টীকা ও কৃমিনাশক প্রদান
- অসুস্থ্য গবাদি পশুর চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ
- উন্নতমানের ফ্রিজিয়ান ও জার্সী বুলের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন
- উচ্চফলনশীল সবুজ ঘাসের কাটিং ও বীজ প্রদান
- প্রতিটি দুগ্ধ এলাকায় কমপক্ষে একটি মডেল ফার্মের জন্য ৭.৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রতি লিটার দুধের ন্যায্যমূল্য প্রদানের পর প্রতি তিন মাস অন্তর সম্পূরক মূল্য বাবদ ২ টাকা হিসেবে প্রদান
- ৫% সার্ভিস চার্জে গাভী ঋণ প্রদান
- প্রতি তিন মাস অন্তর সরবরাহকৃত তরল দুধের উপর প্রতি লিটারে ২ (দুই) টাকা হিসেবে বোনাস প্রদান
- সরবরাহকৃত দুধের উপর বৎসর শেষে শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান
- প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে ১৩টি শ্রেষ্ঠ সমিতিকে পুরস্কার প্রদান
- প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে ৩ জন শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরস্কার প্রদান
- প্রতিবছর বিভাগভিত্তিক ১জন করে শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরস্কার প্রদান
- প্রতিবছর দুগ্ধ এলাকাভিত্তিক ৩ জন শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরস্কার প্রদান
- প্রতিবছর দুগ্ধ এলাকাভিত্তিক ৩টি শ্রেষ্ঠ সমিতিকে পুরস্কার প্রদান।

প্রকল্পসমূহ (চলমান)

(লক্ষ টাকায়)

নং	প্রকল্পের নাম	মোট অর্থ	জিওবি	মিল্কভিটা	বর্তমান কার্যক্রম
১.	''দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোখাদ্য কারখানা স্থাপন প্রকল্প''	২৭২৮.২৪	২০৩৮.২৪	৬৯০.০০	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী কৃষকদের গবাদিপশুর সুষম গো-খাদ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত TMR (Total Mixed Ration) প্রযুক্তির প্রচলন করা হচ্ছে।
২.	''দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প''	১৬৫৫.০০	১২৪১.২৫	৪১৩.৭৫	উপকূলবর্তী চরাঞ্চলে মহিষের জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প

সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম (CSR)

জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO)-এর কারিগরী সহযোগিতায় ''Linking School Milking Feeding Programme'' এর আওতায় মিল্কভিটা কর্তৃক সমবায়ী কৃষকদের সন্তান ও অন্যান্য গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের পুষ্টি উন্নয়ন, মেধা বিকাশ এবং স্কুল হতে অকালে ঝরে পড়া রোধ করতে এবং পড়াশোনায় অধিকতর মনযোগী হবার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ৭ (সাত) টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের মাঝে এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ১০ (দশ)টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাস্তুরিত তরল দুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

ভূমিকাঃ ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন অনুযায়ী গঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ নামে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী পরিচালিত। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে।

উদ্দেশ্যবলী

- সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা;
- বিজ্ঞানসম্মত ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতি সমূহের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;
- ঋণ গ্রহীতা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধন করা;
- সমগ্র বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- সকল উপায়ে সমবায় সমিতিসমূহের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য উপদেশ ও সহায়তা প্রদান এবং কার্যক্রমের সমন্বয় করা;
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন মোতাবেক সমবায় সমিতিসমূহ এবং অন্যান্যদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করা;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য সমিতিকে অথবা তাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুদামজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ এবং উৎপাদিত পণ্যের মজুদ রাখা ও বিক্রির ব্যাপারে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;

কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ জনিত কারণে সরকার হতে প্রাপ্ত ভর্তুকির টাকা বিতরণ

সরকার কর্তৃক ঘোষিত সমবায়ী কৃষকদের গৃহীত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদ ও দন্ডসুদ (মুনাফা ও দন্ডমুনাফা) মওকুফের টাকা পুর্ণভরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে অর্থ-মন্ত্রাণলয়ের অর্থ বিভাগ থেকে ৯৮,৭১,২৬,০০০ (আটানববই কোটি একাত্তর লক্ষ ছাবিবশ হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১১-১২ সাল হতে ভর্তুকির টাকা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১১-১২ সালে প্রাপ্ত ভর্তুকির চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমবায়ীদের হাতে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দপ্রাপ্ত উক্ত টাকা হতে ৩য় কিস্তি বাবদ ২০.০০ (বিশ) কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়। ২০১১ - ২০১২ সাল হতে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যন্ত ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তি বাবদ প্রাপ্ত সর্বমোট ৭৩,০৬,৪৮,০০০ (তিয়াত্তর কোটি ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা ক্ষতিগ্রস্থ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। সরকারের ভর্তুকি প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেক খেলাপী ঋণ গ্রহীতা, সমবায়ী সদস্য, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত কৃষক ও সমিতিসমূহ পুনরায় ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। ফলে ব্যাংকের সার্বিক কৃষি ঋণ কার্যক্রমে এর ইতিবাচক প্রভাব প্রতিভাত হচ্ছে, যা পরবর্তী কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল করবে। শুধুমাত্র কৃষি ঋণ কার্যক্রম নয়, ২০১২ সাল থেকে এ ব্যাংক কর্তৃক সদস্য সমবায় সমিতি ও সদস্য বহির্ভূত সমবায় সমিতি সমূহের

সদস্যগণকে সহজ শর্তে প্রকল্প ঋণ বিতরণের যে আধুনিক ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা এদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মৎসজীবী, অনগ্রসর মহিলা জনগোষ্ঠিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ থেকে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী করে তুলেছে। ইতোমধ্যে এ ঋণ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সফলতা অর্জন করেছে।

চিত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের হাতে ভর্তুকির চেক বিতরণ করছেন

বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ

নারায়গঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু সড়কে (শহরের প্রাণকেন্দ্রে) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ১৬ কাঠা জমি আছে। উক্ত জমির ওপর ৯ (নয়) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে গত ০৪/০৩/২০১৫ইং তারিখে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ভবনের নির্মাণ কাজ আগামী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। ভবনটি নির্মিত হলে ব্যাংক আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক ভিত অনেক সুদৃঢ় হবে। এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ০৫ (পাঁচ) কাঠা জমি আছে । উক্ত জমিতে ডেভেলপারের মাধ্যমে বহুতল ভবণ নির্মাণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে।

চিত্রঃ নারায়নগঞ্জস্থ ব্যাংকের জায়গায় বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ,এমপি

ব্যাংকের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে মহানগরের গুলিস্তান এলাকায় অবস্থিত কাজী বশির মিলনায়তনে ব্যাংকের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ,এমপি প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যাংকের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের কার্যক্রমের

পরিধি সম্প্রসারণ করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় ৩১৭০৩.৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ বাজেট অনুমোদন করা হয়।

চিত্রঃ ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ,এমপি

ব্যাংক ভবনে জেনারেটর স্থাপন

মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর ৯তলা ভবনের নিজস্ব প্রয়োজনে এবং ভবনের ভাড়াটিয়াদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ৪০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্প ঋণ

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ প্রবৃদ্ধির ও দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সরকারের উন্নয়ন চিন্তাভাবনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ নিজস্ব তহবিল হতে গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন কৃষি/অকৃষি ও অপ্রচলিত পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যগণকে জামানতবিহীন সহজ শর্তে ও সরল মুনাফায় ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় তরমুজ চাষীদের মধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে কক্সবাজারে লবণ চাষ প্রকল্পে ঋণ দাদন করে তা সঠিক সময়ে মুনাফাসহ শতভাগ টাকা আদায় করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে আরো বিস্তৃত করে সারাদেশের অধিকাংশ জেলায় তরমুজ চাষ, পান চাষ, মাছ চাষ, নার্সারী প্রকল্প,গরু মোটাতাজা করন, কবুতর পালন, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের বুটিক বাটিক ও হস্ত শিল্প প্রকল্প, সেলাই মেশিন ক্রয়, প্রকল্পে ঋণ সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অনুরূপ বিভিন্ন জেলায় ৭৩টি প্রকল্পে ঋণ দাদন করা হয়েছে। সুবিধাভোগির সংখ্যা ২৬২৮জন।

উল্লেখ্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক প্রকল্পে ও সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে জামানতবিহীন ১০% সরল মুনাফায় ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকায় আশার আলো মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি, ময়মনসিংহের বিসকা মহিলা সমবায় সমিতিতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

চিত্রঃ আশার আলো বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতির সভানেত্রীর হাতে প্রকল্প ঋণের চেক বিতরণ করছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ

কনজুমার্স ঋণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ''ভিশন-২০২১'' বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কাজ করে যাচ্ছে। ব্যাংকিং কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি ও স্বল্প আয়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কনজুমার্স ঋণ চালু করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৪৭ জন চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১৭৫.২০ লক্ষ টাকা কনজুমার্স ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার ১০০%।

কৃষি ঋণ

ব্যাংকের সদস্য ভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় আখ চাষী সমবায় সমিতির মাধ্যমে সারাদেশে সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্বল্প মেয়াদী ও মধ্যম মেয়াদী কৃষি ঋণ বাবদ মোট ৪১০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় আখ চাষী সমবায় সমিতির নিকট ৩০-০৬-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল ঋণ বাবদ ২০৮০.৪২ লক্ষ এবং পূণঃ তফসিলী ঋণ বাবদ ৩২৩৮.৮৩ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে জুন/১৪মাসে ঋণ আদায় সম্মেলন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্যাংকের মাননীয় সভাপতি, মহাব্যবস্থাপক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পূনঃ তফসিল ঋণ খাতে ৭৪৭.৮৯ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ঋণ খাতে ৪৭৬.৮৩ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

চিত্রঃ ঋণ আদায় সম্মেলনে উপস্থিত ব্যাংকের চেয়ারম্যান,মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

স্বর্ণ আমানত ঋণ

ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের বিদ্যমান কৃষি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি সরাসরি ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যাংকের নিজস্ব কাউণ্টারের স্বর্ণ-স্বর্ণালংকার আমানত রেখে সমবায় আইন অনুযায়ী স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ চালু করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৭৩৫.৪৮ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৪৪৯৪.০৩ লক্ষ টাকা।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য খাত সমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র

(লক্ষ টাকার অংকে)

	বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থ বছর
১	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০.০০
২	মোট আয়	২৩৬৩.০৬
৩	নীট লাভ	১২৩৯.২৯
৪	লভ্যাংশ প্রদান (শেয়ার হোল্ডার) (২০%)	৯৮.৫০
৫	ঋণ দাদন	৭৭৪৬.৬৮
৬	ঋণ আদায়	৭০৪৯.৬৯
৭	কর্মকতা- কর্মচারী	১৬৫
৮	শেয়ার	৫১৪.৮৫
৯	সংরক্ষিত তহবিল	১৬১৫১.০৯
১০	আমানত সংগ্রহের পরিমান	৬৬২.৬৭
১১	মোট পরিসম্পদ	৪৫৮৫০.৮৭
১২	বিনিয়োগ	৩৩৮১৫.০৪
১২	বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋণ (দেনা) পরিশোধ	১৭১.০০
১৩	সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা	৪৪.০৭
১৪	অডিট ফি প্রদান	১.০০
১৫	আয়কর প্রদান	২০.০০

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে বিভিন্ন জন কল্যাণমুখী কাজ করে আসছে। ব্যাংকিং কার্যক্রমে তথা প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে এবং ব্যাংকের চলমান কার্যক্রমের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আগামী দিনগুলিতে সম্প্রসারিত করা হবে।

৪.২. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বার্ড ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৮৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪১৪১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এ সমস্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্স হচ্ছে বিসিএস (স্বাস্থ্য ক্যাডার) কর্মকর্তাদের জন্য ০২ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের জন্য ০২ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স। তাছাড়া জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম-এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য একটি ০৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর উদ্যোগে আইসিটি সেক্টরে নিয়োগপ্রাপ্ত তরুণ কর্মীদের ০১ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ড তার নিজস্ব উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। এ সময়ে বার্ড আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ০১টি প্রশিক্ষণ কোর্স, ০১টি কর্মশালা এবং ০৩টি অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এতে মোট ৩১জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম

বার্ডের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা, তার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা এবং তা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবহিত করা। গ্রামের সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনা নিরূপন করে তার ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা অন্যতম। এছাড়া অপর লক্ষ্য হলো পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর জন্য উপকরণ প্রণয়ন ও ব্যবহার এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি মূল্যায়ন করাও বার্ডের একটি অন্যতম কাজ। নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা/সহযোগী সংস্থার অর্থায়নেও বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ড দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিও মূল্যায়ন করে আসছে। ২০১২-২০১৩ইং অর্থবছরে বার্ডের ৪৬তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে বার্ড কর্তৃক নিম্নলিখিত গবেষণাসমূহ গ্রহণ এবং সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বার্ড কর্তৃক সম্পন্ন গবেষণার শিরোনাম

1 Evaluation of Integrated Community Development Project in Burichang Upazila of Comilla District in Bangladesh

2 The Role of Banks in Promoting Women Entrepreneurship in Bangladesh

3 Governance of Public Service Delivery in Bangladesh: Role of Members of Parliament

4 Revisiting Family Planning Activities in Bangladesh

5 Trends of Socio-economic Change of Indigenous Fishermen Communities and their Potentialities in Selected Areas of Bangladesh

6 Farmers' Response to Natural Disasters in Chittagong Coastal Zone of Bangladesh

7 Effects of Extreme Events of Climate Change on the Livelihoods of Coastal Areas of Bangladesh

8 Cattle Rearing and Organic Farming: A Situational Analysis at Selected Areas of Comilla

9 Participatory Governance in Delivering Quality Primary Education: A Study on Selected Upazilas of Bangladesh

10 Governance in Rural Health Care Service Delivery System: A Case Study on Rendering Service by Upazila Health Complexes in Selected Upazilas of Bangladesh

11 Culture Communication and Social Network Process of Tipra Community in Bangladesh

12 Revisiting Villages Dhanishwar: Cases of Transformation of the Rural Society

13 Governance in Input Delivery: A Case of Fertilizer and Credit Distribution during Boro Paddy Cultivation in Selected Upazilas of Bangladesh

14 Value Chain Analysis of Agricultural Commodities in Bangladesh

15 Prospects of Compulsory IT Education at Secondary Level: A Study in Selected Areas of Bangladesh

16 সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য বিপণন

17 Proceedings of the Seminar on Research Highlights of BARD: 2012

বার্ডের প্রকল্প কার্যক্রম

বার্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত কুমিল্লা পদ্ধতি পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত উন্নয়ন মডেল যা অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বার্ড উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র কৃষক ভূমিহীন উন্নয়ন প্রকল্পটি বর্তমানে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (SFDF) নামে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (CVDP) বর্তমানে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে বিস্তৃত আকারে পরিচালিত হচ্ছে। বার্ড নতুন ক্ষেত্রে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে মডেল উদ্ভাবনের কাজ অব্যাহত রেখেছে। ২০১৩-১৪ বার্ড-এর প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের অবগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

টেবিল নং ১ : ২০১৩-১৪ সময়ে পরিচালিত প্রকল্প

সাল
২০১৩-১৪
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)
কৃষি বীমা বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা
টিকিউএম বিষয়ক ধারণা (টিকিউএম)
গ্রামীণ সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিবিপিও)
খানা পর্যায়ে শিংমাছ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ণ
স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকরণ (এলএলপিএমএস)
মহিলা শিক্ষা আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (মশিআপুউ)
ই-পরিষদ এর মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে উন্নত সেবা সরবরাহ (ই-পরিষদ)

কৃষি বীমা বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা

শস্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করার জন্য ২০১৩-১৪ সময়ে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার ২০টি গ্রামে সমবায় সমিতিকে সম্পৃক্ত করে কৃষি বীমা বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বোরো মৌসুমে ধান চাষের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ৪০০ জন কৃষককে সংগঠনের আওতায় এনে ২৮৬ জন কৃষককে বীমা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, সুফলভোগীর প্রশিক্ষণসহ কৃষকদের নিকট হতে বীমার প্রিমিয়াম আদায় এ কর্মসূচির মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির কার্যক্রম সন্তোষজনক হিসেবে পরিলক্ষিত হয় তবে আরও বৃহত্তর পরিসরে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের যুব সমাজের বৃহৎ অংশকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্রতার স্বরূপ নির্ণয় করে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ ও দূরীকরণের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাকানিজম সৃষ্টি করা। সিবিএমএস নেটওয়ার্ক, ফিলিপাইনের সহায়তায় ২০১৩-২০১৬ সময়ে দাউদকান্দি উপজেলায় মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে । এ প্রকল্পের বাজেট ৩৯ লক্ষ টাকা। ২০১৩-১৫ সময়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহকারীর জন্য নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরিসহ ট্যাব ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

এ প্রকল্পটি কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রামে পরিচালিত হচ্ছে। বার্ড-এর রাজস্ব বাজেটের আওতায় গবেষণা মঞ্জুরী খাত হতে এ প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি

এবং যথাযথ প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়া। গ্রামের নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থানের মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সঠিক দিক নির্দেশনা বিষয়ক একটি মডেল উদ্ভাবন করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

টেবিল নং ৪ : ২০১৩-২০১৪ সময়ে মশিআপুউ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমের অগ্রগতি

নির্ণায়ক	অগ্রগতি	
	ক্রমপুঞ্জিত ২০১২-১৩	২০১৩-১৪
গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি (সংখ্যা)	২৪টি	২৪টি
সদস্য অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	৯৮৮ জন	১০২২ জন
সঞ্চয় আমানত (টাকা)	২৩,৮৩,৭৮৩/-	৯,৭৮,৫২৯/-
শেয়ার (টাকা)	১৩,২৪,১৪২/-	৩,৯২,৬৭৬/-
ঋণ বিতরণ (টাকা)	৮৯,৫৮,১০০/- (১৮৮২০ জন)	১৪,৭১,০০/- (১৩৯ জন)
ঋণ আদায় (টাকা)	৯১,০০,৮৬০/-	৯,০৩,০৪৫
প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	৭৩৭ টি (১৪৬৬৯ জন)	৩২টি (১৪৪৫ জন)

পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭ সময়ে রাজস্ব বাজেট এর গবেষণা মঞ্জুরী খাত হতে এ প্রকল্পটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্লাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা। ২০১৩-১৪ সময়ে এ প্রকল্পের আওতায় ৬০জন সুফলভোগীকে কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি সফটওয়্যার তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৪.৩ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পটভূমি

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর মূল উদ্দেশ্য 'পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন' এর মহতী কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি নিয়োজিত রয়েছে। বিআরডিবি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বি-স্তর সমবায় তথা কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হলো পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিক স্বাবলম্বী ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন ইত্যাদি।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও এর ভিশন

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) মূলে বিআরডিবি গঠিত হয় যা ২১ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে বিআরডিবি'র মোট ৫টি বিভাগ রয়েছে।

বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

▪ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;	চেয়ারম্যান
▪ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অথবা ঐ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিব, পদাধিকার বলে;	ভাইস- চেয়ারম্যান
▪ কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, জ্বালানী বিভাগ, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এর যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে, এমন একজন কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;	সদস্য
▪ চেয়ারম্যান , বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, পদাধিকারবলে; ▪ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও বগুড়া (পর্যায়ক্রমে এক বৎসর অন্তর অন্তর), পদাধিকারবলে; ▪ নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে; ▪ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, পদাধিকারবলে; ▪ থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের জাতীয় ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য; ▪ থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠাসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;	সদস্য
▪ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পদাধিকারবলে।	সদস্য-সচিব

বিআরডিবি'র ভিশন

''গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ''

বিআরডিবি'র মিশন

- দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের পল্লী এলাকায় বিদ্যমান মানব ও বস্তুগত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতি/দলের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে মানব অবকাঠামো সৃষ্টি করা;
- কৃষি ও অকৃষি কর্মকান্ডে ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- সঞ্চয় ও শেয়ার জমার মাধ্যমে পল্লী এলাকার সম্পদকে পুঞ্জিভূত/সচল করা;
- চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও জনঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা;
- উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করা।

এক নজরে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরণ ও নাম	২০১৩-২০১৪ বছরে অগ্রগতি	মমন্তব্য
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম			
১	সমিতি/দল গঠন	৫৭৩২টি	
২	সদস্য ভর্তি	১,৫৪,৫০৫ জন	
খ) মূলধন গঠন ও ঋণ কার্যক্রম			
৩	শেয়ার জমা	৭৮৯.২৯ লক্ষ টাকা	
৪	সঞ্চয় জমা	৩৮১৭.১৩ লক্ষ টাকা	
৫	ঋণ বিতরন	৮৮৭৫১.৮০ লক্ষ টাকা	
৬	ঋণ আদায়	৮১৪১৯.৩৮ লক্ষ টাকা	
৭	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৪৩০১০৯ জন	
৮	গ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা	১০৬৩৯ জন	
গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম			
৯	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১৯১০ জন	
১০	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	২.৯২ লক্ষ জন	
ঘ) সম্প্রসারণমুলক কার্যক্রম			
১১	মোট বৃক্ষ রোপন	৫২.৮৩ লক্ষ	
১২	হাঁস-মুরগী টিকাদান	৮.৪৩ লক্ষ	
১৩	মাছের পোনা বিতরণ	৫১.২০ লক্ষ	
ঙ) অন্যান্য কার্যক্রম			
১৪	প্রশিক্ষণোত্তর অনুদান প্রদান	৩৮৩৫ জন	
১৫	জিসি স্কিম বাস্তবায়ন	৭৬০টি	
১৬	অপ্রধান শস্যের প্রদর্শণী খামার স্থাপন	১০৩৬টি	
১৭	নলকূপ মেরামত	১০২টি	
১৮	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন	১.১৩ লক্ষ	
১৯	উন্নত চুল্লীর ব্যবহার	২২০০০টি	

বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে; যথা- সরেজমিন বিভাগ, পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ একজন পরিচালকের এবং প্রত্যেক শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে।

এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ পরিচিতি

এক নজরে বিআরডিবি'র ২০১৩-২০১৪ বছরের এডিপি

প্রকল্প সংখ্যা	:	৭টি
মোট সংশোধিত বরাদ্দ	:	১১,৩১৯.০০ লক্ষ টাকা
মোট ছাড়	:	১১,৪২৬.০০ লক্ষ টাকা
মোট ব্যয়	:	১১,১৯৯.৯৩ লক্ষ টাকা
ব্যয়ের হার	:	৯৯% (বরাদ্দের বিপরীতে)

এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২)

প্রকল্প : দেশের ৬৪টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়ন

প্রকল্পের মেয়াদ : জুন ২০০৫ থেকে জুন ২০১৫

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৬৮২১.৫৩ লক্ষ টাকা, জিওবি, জাইকা ও জেডিসিএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- লিংক মডেল হচ্ছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যার উদ্দেশ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও আকাংখার বাস্তবায়ন
- জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সকল সেবা ও সরবরাহ ফলপ্রসূভাবে সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
- জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র অবকাঠামো মেরামত/নির্মাণ;
- স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও মানবসম্পদের উন্নয়ন
- সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)-২য় পর্যায়

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগের আওতায় নির্ধারিত ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৩৩১৪২.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৯০৮৫.৪৫ লক্ষ্ এবং ইউবিসিসিএ'র নিজস্ব আয় হতে ১৪০৫৬.৬২ লক্ষ টাকা)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করা;
- বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড- ক্ষুদ্রঋণ বিতরণপূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি;

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলা

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৬০৯৩.৬১ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমদানি নির্ভর অপ্রধান শস্য যেমন তৈলবীজ, আদা, রসুন, পিয়াজ ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

- অপ্রধান শস্যের আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানসহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;
- উপকারভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে পুঁজি গঠন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তাকরণ;
- ২,৩০,৪০০ জন দরিদ্র চাষিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুবিধা প্রদান।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)

প্রকল্প এলাকা : খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।
বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস: ১৩১৩৯.৮২ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ সরকার।
প্রকল্পের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য : দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিইএএল)

প্রকল্প এলাকা :কুড়িগ্রাম জেলার ০৯টি উপজেলার (৭২টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌরসভা)
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১২ থেকে জুন ১৬ পর্যন্ত
প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা ও সচেনতা সৃষ্টি;
- সমাজ ও পরিবারের সম্ভাবনাময় শক্তি জাগরুক করা;
- যথার্থ উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের জন্য মানব সম্পদ ও সাংগঠনিক অবকাঠামো সৃষ্টি;
- কর্মকাণ্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি;
- প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তার আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে জীবিকা ও জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন।

সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : ৫টি বিভাগের ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলা
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত
প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ১৯৮৩.০৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৮৩৫.৯৬ লক্ষ এবং কৃষক সমবায় সমিতি ১৪৭.১০ লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বিআরডিবিভুক্ত ৫২৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

- প্রকল্প এলাকা : ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা।
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ১৯৯৩ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ১৭,০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র)

- প্রকল্প এলাকা : ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন।
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

- প্রকল্প এলাকা : ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত

- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৯০৪১.৭৮ লক্ষ টাকা (৩য় পর্যায়) সিডা ও জিওবি।

সার বিতরণ ও ঋণ কার্যক্রম (এফএও প্রকল্প)

- প্রকল্প এলাকা : ২০ জেলার ২২ টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১৯৭৯ হতে জুন ১৯৮৭ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ১৭৩.৭২ লক্ষ টাকা (এফএও/ইউএনডিপি)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা

সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)

- প্রকল্প এলাকা : জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ১৯৯৬ হতে ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ২৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা

অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

- প্রকল্প এলাকা : বিআরডিবিভুক্ত দেশের সকল উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলায় বিআরডিবি'র মাধ্যমে জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনামে বিআরডিবির তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- প্রকল্প এলাকা : দেশের ০৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই'১৯৯২ থেকে জুন' ১৯৯৬ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা ও বাংলাদেশ সরকার
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা

টাঙ্গাইল জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্পঃ

- প্রকল্প এলাকা : টাঙ্গাইল জেলায় ১১টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১৯৯৪ হতে জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ২১৮.০০ লক্ষ টাকা ও বাংলাদেশ সরকার
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা

সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

- প্রকল্প এলাকা : দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৩ টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : চলমান
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ১৮৪.২৫ কোটি টাকা, রাজস্ব (অনুন্নয়ন) বাজেটের আওতায় ছাড়কৃত আবর্তক (Revolving) ঋণ তহবিল।
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প

- প্রকল্প এলাকা প্রকল্প এলাকা : দেশের ৫৩টি জেলার ১৩৭টি উপজেলায় চালু রয়েছে
- প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জেডিসিএফ)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)

- প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা।
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ২৮.০০ লক্ষ টাকা (আফ্রো-এশিয়ান রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখার

গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)

- প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা।
- প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ২৯.১০ লক্ষ টাকা (আফ্রো-এশিয়ান রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)

- প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা।
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৮৭০.০০ লক্ষ টাকা (ইফাদ)।
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)

- প্রকল্প এলাকা : ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী এই ০৬ জেলার ২০ টি উপজেলায় কর্মসূচির কার্যক্রম চলছে।
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ২৬৫৯.০৪ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)।
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)

- প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ২৩ টি জেলার ২২ উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : আরএলএফ সহ ১৭০.৭৭ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)।
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যান পিএইচ সি-০০৬)

- প্রকল্পের নাম : প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যান পিএএইচসি-০০৬)
- প্রকল্প এলাকা : হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, ফকিরহাট-বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ-বরিশাল (প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন)
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ১৬.০২ লক্ষ টাকা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের প্রোগ্রামিং শাখা

আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

- প্রকল্প এলাকা : ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ : এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৯.২৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা : প্রশিক্ষণ বিভাগ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিআরডিবি কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা- ৫৯০ জন

খ) বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা- ২৩ জন

গ) মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী উপকারভোগীর সংখ্যা- ১,০০৪৮২ জন

বিআরডিবি'র অধীনে পরিচালিত নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	খাদিমনগর, সিলেট
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)	মাইজদী, নোয়াখালী
৩	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ডব্লিউটিসি)	টাংগাইল

ফটো গ্যালারি (বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কিছু চিত্র)

শস্য ঋণের সুদ মওকুফের ভর্তুকির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়কে বিআরডিবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ

উঠান বৈঠকে ব্যস্ত সমবায়ীগণ, সুজানগর ,পাবনা

বাঁশ ও বেতের জিনিস তৈরি কার্যক্রমে মেহেরুন্নেছা বেগম, ঘিওর ,মানিকগঞ্জ

হাঁসের খামারে তামজিদা আক্তার, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

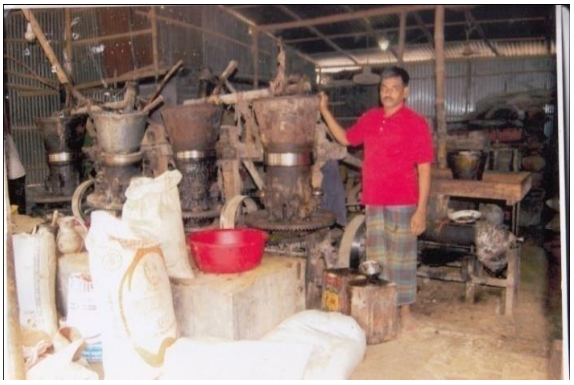

ঘানি (তেল তৈরি) কার্যক্রমে ব্যস্ত ওসমান বিশ্বাস, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর

সবজি বাগান কার্যক্রমে মর্জিনা খাতুন, আটঘরিয়া, পাবনা

আনন্দ চন্দ্র ঘোষের মিষ্টি তৈরি কার্যক্রম, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

সমলা দাস মৎস্য চাষ কার্যক্রমে, রূপসা ,খুলনা

প্লাস্টিকের তৈজসপত্র তৈরি কার্যক্রমে তানজিলা বেগম, সদর, নরসিংদী

বিআরডিবি'র সকল উপকারভোগীদের কিছু ছবি

রাশিদা বেগমের হাঁসের খামার, তেরখাদা, খুলনা

মোড়া তৈরির কাজে ব্যস্ত রেনিয়া বেগম, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সফল খামারি সহিদ সরদার, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি

তাঁত বুননে সফল লক্ষ্মী রাণী তংচংগ্যা, সদর, বান্দরবন

৪.৪ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

ভুমিকা

১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বগুড়ায় আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী নামে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৯০ সালে তা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া হিসেবে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ম্যানডেট অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমী ২০১৩-১৪ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিজস্ব, একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে যৌথ উদ্যোগে মোট ১৮৭ টি কোর্স পরিচালনা করে। এ সকল কোর্সে সর্বমোট ৫৪৬০৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৪৭৯৮ জন পুরুষ এবং ১৯৮১০ জন মহিলা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪)

উদ্যোক্তা		কোর্স সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
				পুরুষ	মহিলা	মোট	
১।	একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	১৮	১৯	৪৩০	১৯৫	৬২৫	৮১৬৮
২।	একাডেমীর প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ	১৮	১৬৬	৩১৪৪	২৬৯২	৫৮৩৬	১১০২৪
৩।	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ	২১	৮২	১৮৩০	৮৮১	২৭১১	১৬৪৯৮

উদ্যোক্তা		কোর্স সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
				পুরুষ	মহিলা	মোট	
৪।	বহিরাগত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ	১০০	১১১	৭৩৮৩	১৫৫১	৮৯৩৪	১৪৮০১
৫।	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ একাডেমীর উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড পরিদর্শন	২৯	২৯	১৪৬১	৯৩১	২৩৯২	২৩৯২
৬।	আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৪	১	১	২০৫৫০	১৩৫৬০	৩৪১১০	৩৪১১০
	মোট	**১৮৭**	**৪০৮**	**৩৪৭৯৮**	**১৯৮১০**	**৫৪৬০৮**	**৮৬৯৯৩**

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য।

গবেষণার বিষয়সমূহ

- **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।
- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ, নার্সারী/হোম গার্ডেনিং, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি, ইত্যাদি।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু জাতের উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমী প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৩৬১টি গবেষণা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৭ টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিচে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা সংযোজন করা হলো (সারণি- ১):

সারণি ১: প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে (১৭ টি প্রতিবেদন)

S. l.	Name of Research Projects	Researcher(s)	Sponsors
1.	Production and Marketing of Safe Vegetables: A bogra Village Scenario *(Journal Article)*	Dr. Md. Munsur Rahman Md. Mazharul Anwar Faruq Ahmed Joarder	RDA
2.	Adaptation of Saline Tolerant Boro Rice Cultivar by Some Management Practices in Shrimp *Gher:* An Experiment in Farmer's Field	Abdullah Al Mamun	RDA
3.	Impact of RDA-developed Safe Water Supply Model: A Study at Sherpur Pourashava under Bogra District	Md. Abid Hossain Mirdha	RDA (CIWM)

S. l.	Name of Research Projects	Researcher(s)	Sponsors
4.	RDA Strategic Plan (2013/14-2022/23)	Dr. Ranajit Chandra Adhikari Abdullah Al Mamun Dr. Md. Munsur Rahman Sarawat Rashid Shaikh Shahriar Mohammad Tariq Ahmed Mahmud Hossain Khan	SDC
5.	People's Participation in Local Governance Support Project (LGSP)	Md. Shafiqur Rashid	RDA
6.	Socio-economic Impact Study of Micro-credit on Vulnerable Rural Poor at Sherpur Pouroshava: A Comparative Study between RDA-Credit and Other Similar Programmes	Mahmud Hossain Khan Md. Mazharul Anowar Md. Abid Hossain Mirdha Md. Delwar Hossain	RDA (CIWM)
7.	*Safe Motherhood Situation of Santal Community: A Study in North-west Region of Bangladesh*	*Salma Mobarek* Md. Abdul Khaleque	RDA
8.	*In Vitro Propagation of Grape (Vitis vinifera) Using Tissue Culture Technique via Auxiliary Shoot Proliferation* (Journal Article)	*Md. Asaduss Zaman*	RDA
9.	*Dynamics of Underground Water Salinity and Qualities: An Analysis for Cultivation of Boro Rice in Coastal Region*	*Abdullah Al Mamun*	RDA
10.	*Performance Evaluation on RDA Sub-project Scheme Implemented at Boraidaha in Sherpur Upazila of Bogra District*	*Mahmud Hossain Khan* Hansani Samudrika Samrawickrama Md. Ferdous Hossain Khan Shaikh Shahriar Mohammad	RDA
11.	*Performance of Five Strawberry Varieties under Agro-ecological Condition of Level Barind Tract*	*Md. Feroz Hossain* Dr. Ranajit C. Adhikary	RDA
12.	*Impact of Micro Credit on Vulnerable Women's Empowerment: A Study at Kurigram District*	*Md. Mazharul Anowar*	RDA
13.	*Evaluation of Training on Capacity Development of Union Parishad Functionaries (Journal Article)*	*Abdullah Al Mamun* *Md. Tanbirul Islam*	RDA
14.	*Crop Production Technology Dissemination Calendar (2014-2020) (For FAO)*	*Dr. Ranajit C. Adhikary*	RDA
15.	*Local Governance and Reality: A Union Parishad Snapshot*	*Tariq Ahmed*	RDA
16.	*Healthcare Seeking Behaviour of Disadvantaged Char Dwellers: The Case of Chalohara*	*Sarawat Rashid* *Tariq Ahmed* *Shaikh Shahriar Mohammad*	RDA
17.	*Growth Performance and Profitability of Mono-sex Tilapia Cultivation in Pond*	*Md. Nurul Amin*	RDA

প্রায়োগিক গবেষণা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বিগত প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ৬টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১টি কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন ছিল। এছাড়াও এডিপি বর্হিভূত ১টি এবং একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ৭টি সেন্টার এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া উদ্ভাবিত মডেলসমূহ এবং বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহ

গবাদিপশু পালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প ।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ইহা একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। বর্তমানে দেশের জ্বালানী শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও উৎপাদনকৃত বায়োগ্যাস হতে অপদ্রব্য (ময়েশ্চার, কার্বনডাইঅক্সসাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস) পরিশোধনের মাধ্যমে বোতলজাতকরণ ও সিএনজিতে রূপান্তর করে যানবাহন ও জেনারেটর চালানোর ব্যবস্থাসহ দেশে জৈব সারের চাহিদা মেটানো মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

দেশের বিভিন্ন এলাকায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড তথা-গবাদিপশু পালন, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, জৈব সার উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি তথা অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র কমিয়ে আনাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অর্থায়ন	জিওবি
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	সেপ্টেম্বর ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত
অনুমোদিত প্রাক্কালিত ব্যয়	৫১৫৫.৭৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা	দেশের ৭টি বিভাগে মোট ১১২টি স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১১২টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১১২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।
- বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগীবৃন্দের নিজ নিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড (আইজিএ) নির্বাচনের মাধ্যমে মোট ১১২টি উপ-প্রকল্প এলাকার ১৩৭০৮ জনকে গরু মোটাতাজাকরণ ও গবাদী পশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা হয়েছে।
- এছাড়াও বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মাঝে বর্গা প্রথায় গবাদীপশু পালন ও মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ডে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৭৯টি উপ-প্রকল্পে মোট ৯৭৫ টি গরু বর্গা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু পালন কার্যক্রম

চিত্রেঃ কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্লান্টের বহুমুখী ব্যবহার কার্যক্রম

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

সরকার ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে সবার জন্য সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রকল্পটি সমগ্র দেশে মোট ৭৮টি এলাকায় বাস্তবায়ন করেছে। সরকারের কোন ভর্তুকী ব্যতিরেকে গ্রামীণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহসহ বহুমূখী ও উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আরডিএ উদ্ভাবিত সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি উৎপাদনে দক্ষ ও সাশ্রয়ী পানি সম্পদ ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অর্থায়ন	জিওবি
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪
অনুমোদিত প্রাক্কালিত ব্যয়	৬৪২৫.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা	দেশের ৭টি বিভাগে মোট ৭৮টি স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চিত্রঃ গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গ্রামীন পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাক

উল্লেখযোগ্য অর্জন

(১) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭৮টি উপ-প্রকল্পে প্রকল্প কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(২) স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক যেমন- হাঁস-মুরগী পালন, হর্টিকালচার ও নার্সারী উন্নয়ন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৯৩৫৬ জন সুফলভোগী ও উপ-প্রকল্প এলাকার সেচ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মোট ৭৮টি উপ-প্রকল্পে প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল খাতের অর্থে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও গভীর নলকূপের পানি সেচসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

গ্রামবহুল বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। একাডেমীর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ক্রমবর্ধমান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একমাত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ''পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার'' অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

প্রকল্পের অর্থায়ন	জিওবি
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	০১ জুলাই ২০০৯ হতে ৩০ জুন ২০১৪ (সংশোধিত অনুমোদিত)
অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	২৯৬৫.৩৭ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

চিত্রঃ নির্মিত মডার্ন হোস্টেল ভবন

চিত্রঃ নির্মিত সিনিয়র ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় গার্ড কোয়ার্টার, সুইপার কোর্য়াটার, টিস্যু কালচার ল্যাব, নার্সারী সেড, লাইব্রেরী ভবন উলম্ব সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও মডার্ন হোষ্টেল ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৭ তলা পর্যন্ত, সিনিয়র ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৫ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে, কম্পিউটার ল্যাবসহ বিভিন্ন ভবনের মেরামত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও আইটি সেন্টার ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে।
- বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর এ পর্যন্ত ২০৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তিন মাস মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে;
- এই প্রকল্পের আওতায় মোট ৫টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২টি প্রশিক্ষণ বাস, মহাপরিচালক মহোদয়ের জন্য ১টি জীপ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং
- একাডেমীর জন্য ঢাকাতে ১টি লিয়াঁজো অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

চিত্রঃ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সবুজ চত্তর

আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবনে মারাত্তক হুমকীর সৃষ্টি হচ্ছে। অনাবৃষ্টি, অপরিমিত ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির নিম্নগতির ফলে দেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন, অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ জীবন উন্নয়ন এ প্রকল্পের লক্ষ্যে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ভূ-উপরিস্থ পানি মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম

প্রকল্পের অর্থায়ন	জিওবি
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪ (সংশোধিত)
অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	২৮২১.৫২ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের সর্বমোট ৪৫টি উপ-প্রকল্প এলাকায় একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ

ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার নির্দিষ্ট উৎসে নিম্নলিখিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে-

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ৪৫টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৪৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- প্রতিটি উপ-প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা ৫০ একর থেকে সর্বোচ্চ ১৫০ একরে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে;
- ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের উপর চাপ কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে;
- প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষমাত্রা ৩০০০ জন এর বিপরীতে এ পর্যন্ত মোট ৩৪০০ জন উপ-প্রকল্প এলাকার সেচ সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং
- সেচ এলাকা উন্নয়ন ও বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ড হাতে নেয়ার ফলে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার চাষাবাদ

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ

চিত্রঃ প্রকল্প কর্মকান্ড পরিদর্শন করছেন আইএমইডি'র পরিচালক

ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, দুষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উন্নয়ন, উন্নত পশুপালন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড দ্বারা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ, এবং ক্ষুদ্র-সঞ্চয় কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণোত্তর আরডিএ-ক্রেডিট এর মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সমাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আরডিএ উদ্ভাবিত সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অর্থায়ন	ট্রাস্ট ফান্ড
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত
অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	১৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	বাংলাদেশের ১৩টি জেলায় মোট ১৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। জেলাগুলো হ'লঃ পিরোজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, মাদারীপুর এবং নেত্রকোনা।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত ১৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৩০০০ জন জনগোষ্ঠীর মাঝে মিঠা পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সেনিটেশন, গবাদিপশু পালনের জন্য উন্নত সেড নির্মাণ ও বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

চিত্রঃ গভীর নলকূপ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সেনিটেশন

চিত্রঃ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় নির্মিত গবাদিপশুর জন্য উন্নত সেড ও বায়োগ্যাস প্লান্ট

এডিপি বর্হিভূত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

যে কোন জীবন্ত উৎস থেকে যে বস্তু পাওয়া যায়-তার নামই জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থই মাটির জীবন। যে মাটিতে জৈব পদার্থ থাকেনা - তা মরা মাটি, সহজ কথায় মরুভূমি। মাটির জৈব পদার্থের মধ্যে বসবাস করে লক্ষ-কোটি অনুজীব যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। এই অণুজীবেরাই মাটির প্রাণশক্তি। মাটির জৈব পদার্থের আশ্রয়ে থেকে এরা গাছের খাদ্যকে গাছের গ্রহন উপযোগী করে তৈরী করে দেয়। এর পর গাছ তা শিকড় দিয়ে শুষে নিয়ে নিজের খাদ্য তৈরী আর আমাদের জন্য তৈরী করে ফুল, ফল, শাক, সবজি দানা-শস্য সেই সাথে সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান - অক্সিজেন। তাই অনুজীব ছাড়া আমাদের এবং পৃথিবীর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

মাটিতে যত বেশী পরিমাণে জৈব পদার্থ যোগ হবে অনুজীবের আবাসস্থল তত বড় হবে, অনুজীবের সংখ্যাও বেড়ে যাবে আনুপাতিক হারে। ফলাফলে মাটি ফিরে পাবে প্রাণশক্তি আর পানি ধারণ ক্ষমতা, ফসলের খাদ্য তৈরী হবে বেশী, উৎপাদনও বেড়ে যাবে একই তালে। মাটির এই অবস্থার নাম উর্বরতা গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য সঠিক মাত্রায় প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান যে মাটিতে উপস্থিত থাকে সেই মাটিকে উর্বর মাটি বলে। মাটির উর্বরা শক্তির প্রধান উৎস হল জৈব পদার্থ।

চিত্রঃ একাডেমী'র ট্রাইকোডর্মা ল্যাবে ছত্রাক জীবনু তৈরী করা হচ্ছে।

প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য

১) ট্রাইকোডার্মা একটিভেটরের উৎপাদন ও কৃষকের মাঝে জনপ্রিয়করণ
২) ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া ও বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্টিং টেকনোলজী এর মাধ্যমে আরডিএ ল্যাব. থেকে ৭২০ লিটার সাসপেন্সন ও ২৪০০ কেজি বায়ো-পেষ্টিসাইড তৈরী করা হয়েছে যা ১১টি জেলার ৩৮৭৪ জন কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা প্রকল্পের অধীনে ১২৫০ জন নারী বীজ ব্যবসায়ী ৬টি বীজ কোম্পানীর মাধ্যমে ৭,৫০,০০০ কেজি বীজ বিপণন করা হয়েছে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত সেন্টারসমূহঃ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া জন্মলগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করেছে। মডেলসমূহের অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম- এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ২০১২ সালের জুলাই মাসে একাডেমীর বোর্ড অব গভর্ণরস (বিওজি) আরডিএ'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সিআইডব্লিউএম এর আদলে নিম্নবর্ণিত আরো নতুন ৬টি কেন্দ্র একাডেমীতে প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়। নিম্নে ৭টি সেন্টারের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলোঃ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM)

একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি সমগ্র দেশে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব আয় থেকে ২০০৩ সাল হতে কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়ে আসছে। কেন্দ্রটি মোট ২৯ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কেন্দ্রের সফলতার উপর ভিত্তি করে ২০১২ সালে সাংগঠনিক কাঠামোটি সংশোধনপূর্বক মোট ৬০ জনে উন্নীত করা হয়। এ পর্যন্ত মোট প্রায় ২৩৯ জন জনবল চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত রয়েছেন।

চিত্রঃ একাডেমীতে নির্মিত ৬তলা বিশিষ্ট CIWM ভবন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট একাডেমী উদ্ভাবিত মডেলসমূহ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই সেন্টারের মূল উদ্দেশ্য।

বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প

সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধনপূর্বক ট্যানারী ও খাবার পানির গুনগতমানরক্ষার্থে পানি সরবরাহের দায়িত্ব আরডিএ, বগুড়াকে প্রদান করা হয়। একাডেমীর ওভারহেড ট্যাংক ব্যতিরেকে Pressurized পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৯৫০ ঘনমিটার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একাডেমীর সেচ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে (মোট টাকা ২৪৬২.৮৪ লক্ষ) কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

চিত্রঃ বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (প্রতিদিন ৯৫০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থাপন কাজের উদ্বোধন করছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া

সিআইডব্লিউএম এর উল্লেখযোগ্য চলমান কর্মকান্ড

১. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল, নরসিংদী প্লান্টে ও আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৩ (তিন) টি গভীর নলকূপ স্থাপনসহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলছে।

২. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউ-এর আওতাধীন চিংড়ী গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট ও স্বাদু পানি গবেষণা কেন্দ্র যশোরে ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হ্যাচারী ও গবেষণা কাজে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা ক্যাম্পাসে ২৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নলকূপ স্থাপন করে ক্যাম্পাসে পানি সরবরাহ চলছে।

৪. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটে ৪৫.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভীর নলকূপসহ ক্যাম্পাসে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

৫. মহিষ গবেষণা কেন্দ্র বাগেরহাট, পানি সরবরাহের জন্য ৪৪.১ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ, ওভারহেড ট্যাংক ও বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের কাজ চলছে।

৬. খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ক্যাম্পাসে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্পব্যয়ের গভীর নলকূপ প্রযুক্তি ১৩.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রূপগঞ্জ পাম্প হাউস, কালিগঞ্জ, গাজীপুরে ৫.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নলকূপ হতে ঘন্টায় ৩ হাজার লিটার পানি উত্তোলনপূর্বক পরিশোধন করে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৮. Energies Power Corporation শিকলবাহা, চট্টগ্রাম পাওয়ার প্লান্ট এলাকায় ৩৯.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে প্লান্টে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

৯. বাংলাদেশ বিদ্যুতায়ন বোর্ড, খুলনা পাওয়ার ষ্টেশন, খুলনায় পানি সরবরাহের জন্য ৩৭.০০ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানি সরবরহ করা হচ্ছে।

১০. সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস গাজীপুর, পানি সরবরাহের জন্য ২৯.৮৬ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১১. পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা ঘোড়াশাল , পানি সরবরাহের জন্য ৩৩.৩৩ লক্ষ টকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১২. এছাড়া ইতোপূর্বে স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের সার্ভিসিং ও মেইনটেনেন্স ওয়ার্ক চলমান রয়েছে।

১৩. সিদ্ধিরগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২১০ মে:ও) সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। ৪৮.৫ লক্ষ টাকা গভীর পাম্প হাউজ নির্মাণ।

১৪. রামপাল (৬৫০× ২ মে:ও:) কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বাগেরহাট ৫৪.০০ লক্ষ টাকা গভীর নলকূপ ও পাইপ লাইন ও ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ

১৫. শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ ৫৮.৫০ লক্ষ টাকা গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ, পাম্প হাউজ ও রিজারভার নির্মাণ।

১৬. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ গভীর নলকূপ স্থাপন।

১৭. হবিপুর (৪১০ মে:ও:) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হরিপুর, নারায়নগঞ্জ ৫২.৮০ লক্ষ টাকা।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম

পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড। সাধারণত দেখা যায় দেশের পৌর এলাকায় ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র পানির বহুমূখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগোপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল পরিশোধের সক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিআইডব্লিউএম কর্তৃক জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৮৫টি উপ–প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সীড ক্যাপিটাল বাবদ মোট ২৫.৫৪১ কোটি টাকা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে মোট ৬৮.৬৮৭ কোটি টাকা ১৯৩৩৮ (পুরুষ- ১০৬৬৫ এবং মহিলা- ৮৬৭৩) জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ আদায়ের হার ৯২.৫৭%।
- আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবৎ ৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১৭,৮৩১ জন সুবিধাভোগীর আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্রঃ আরডিএ ঋণ কর্মসূচী পরিদর্শন করছেন একাডেমীর মহাপরিচাক এবং আইএমইডির পরিচালক

গবাদিপশু গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র

একাডেমীর গবাদিপশু গবেষণা উন্নয়ন ও কেন্দ্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে উন্নত জাতের সিমেন সংগ্রহ করে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ চরাঞ্চলে ১৭,৫০০ টি গবাদিপশুকে কৃত্রিম প্রজনন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য পিরোজপুর এবং গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় সাব-সেন্টার স্থাপন করা রয়েছে।

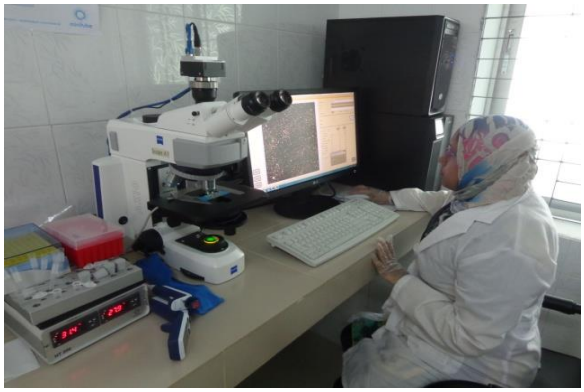

চিত্রঃ সীমেন সংগ্রহ ও ল্যাবে সংরক্ষণ

সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার

আরডিএ সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার এ বছর বিভিন্ন জাতের ৮০ মেঃ টন রোগমুক্ত বীজআলু এবং প্রায় লক্ষাধিক টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। সেন্টারটি আরডিএ বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে, আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

চিত্রঃ চিত্রে টিস্যুকালচারের মাধ্যমে আলু উৎপাদন

চর উন্নয়ন ও গবেষণা সেন্টার

এ সেন্টারের আওতায় সিএলপি এবং এম৪সি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়িত এর কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ চর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)

একাডেমীর রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার এর আওতায় একাডেমী খামারে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে দ্বি-স্তর পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সাথে ধান ও মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC এর মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন সরকারের জ্বালানী বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-লাহী।

অন্যান্য প্রায়োগিক গবেষণা

আরডিএ প্রদর্শনী খামার

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে একাডেমীর ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারী; পোলট্রি; ডেইরী; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারী পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছেঃ

(১) ফসল ইউনিট (২) নার্সারী ইউনিট (৩) পোলট্রি ইউনিট (৪) ডেইরী ইউনিট (৫) মৎস্য ইউনিট (৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট (৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট (৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।

এক নজরে আরডিএ প্রদর্শনী খামারের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (২০১৩-১৪)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	নীট লাভ (টাকা)
ফসল ইউনিট	৩০.৯৫	২২.০৯	৮.৮৬
নার্সারী ইউনিট	১৪.৬৪	১১.৪১	৩.২২
পোলট্রি ইউনিট	২২.৭৫	২০.২৮	২.৪৭
ডেইরী ইউনিট	৩১.৭৪	৩০.১৮	১.৫৬
মৎস্য ইউনিট	১৩.০০	১১.৬৪	১.৩৬
টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট	১২.৯১	২২.৭৭	৯.৮৭
বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট	৬.৫৩	৫.১৯	১.৩৩
মোট	**১৩২.৫২**	**১২৩.৫৬**	**২৮.৬৭**

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারী ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রী ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের আলু

চিত্রঃ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট

সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি) মডেল

সরকারী গবেষণা কর্মকান্ডের পাশাপাশি ‘‘সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি)’’ আরডিএ এর সাথে কামাল মেশিন টুলস্ যৌথভাবে ওয়ার্কশপে আট ধরণের (মাড়াই, ঝাড়াই ও নিড়ানী যন্ত্র, চোপার মেশিন, বেড ফর্মার ইত্যাদি) ২৩৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও চার ধরণের ৩২০০ টি খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অপর একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ‘‘কৃষক ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডস্ট্রিজ লিমিটেড’’, ঢাকা এর সাথে পিপিপি মডেলে কার্যক্রম চলছে যা একাডেমীর বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও দ্রব্য (২৮ রকমের আম, বরই পেয়ারা, কাঁঠাল, মাশরুম, তেঁতুলের আচার, টমেটো ও তেঁতুলের সস, কমলার জেলি, সরিষার তেল, কোলেস্টরেল ফ্রি রাইস ব্রান তেল, ঘি, মধু ইত্যাদি) পল্লী ব্রান্ডে প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। আরডিএ-লিমরা প্রাঃ লিঃ, ঢাকা এর যৌথ উদ্যেগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করে আসছে । আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌথ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে হাইব্রীড বীজ গবেষণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্রঃ পিপিপি মডেলে পরিচালিত কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া উদ্ভাবিত মডেলসমূহ

ভূগর্ভস্থ সেচ নালা মডেল

বাংলাদেশে ৮০'র দশকের পূর্বে স্থাপনকৃত একটি ২ কিউসেক (২ লক্ষ লিটার প্রতি ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপের মাধ্যমে যেখানে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভাব ছিল; সখানে আরডিএ উদ্ভাবিত ভূগর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে বোরো মৌসুমে একই ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপ দ্বারা ১৬৬ একর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে পানির অপচয় ৬০% থেকে ৫%-এ আনা সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। একাডেমী বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২৪৪টি এলাকায় ভূগর্ভস্থ সেচ নালার মডেল সম্প্রসারণ করতে সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বিএমডিএ, বিএডিসি এলজিইডি, ডিএইসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ মডেল সম্প্রসারিত হচ্ছে।

কম খরচে গভীর নলকূপ ও বহুমুখী ব্যবহার মডেল

দেশে প্রচলিত প্রযুক্তিতে ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপন করতে গভীরতা অনুযায়ী ব্যয় হয় ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। গভীর নলকূপ স্থাপনার ব্যয় কমানো সম্ভব না হলে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য গভীর নলকূপ কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গভীর নলকূপ বসানোর খরচ কমানোর জন্য বর্তমানে একাডেমী নিজস্ব প্রযুক্তি এবং দেশীয় মালামাল ব্যবহার করে গভীরতা ও পানি উত্তোলন ক্ষমতা অনুযায়ী ০.৬০ লক্ষ থেকে ৫.২৫ লক্ষ টাকায় একটি গভীর নলকূপ বসাতে সক্ষম হয়েছে।

গভীর নলকূপের ব্যবহার কেবলমাত্র সেচের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর পাশাপশি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করে আসছে। পানি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর নলকূপগুলির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অধিকতর সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একদিকে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অপর দিকে তাঁদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পরিলক্ষীত হচ্ছে। কম খরচে গভীর স্থাপন ও এর বহুমুখী ব্যবহার মডেল সরকারী, এনজিও এবং ব্যক্তি মালিকানায় দেশের প্রায় ২৭৫ টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্সেনিক ও আয়রণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে ভয়াবহ সমস্যার উদ্ভব হয়। এ সমস্যা মোকাবেলায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর গবেষকবৃন্দ ১৯৯৮ সন থেকে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের উপর বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে দুইটি পন্থা উদ্ভাবন করেছে (১) ভূ-গর্ভস্থ পানি পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত স্তর প্রাপ্তিসাপেক্ষে গভীর নলকূপ স্থাপন করে আর্সেনিকমুক্ত পানি উত্তোলন এবং (২) যে সকল এলাকায় মাটির নীচে কোন আর্সেনিকমুক্ত পানির লেয়ারের সন্ধান না পাওয়া যায় সে সকল এলাকার জন্য স্বল্প ব্যয়ে পানি ফিল্ট্রেশন প্লান্ট স্থাপন করে আর্সেনিক ও আয়রণমুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা কবলিত এসকল এলাকায় নিরাপদ পানি পাওয়ায় গ্রামের মানুষ শহরের ন্যায় সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে এবং পানি বাহিত রোগের প্রাদূর্ভাব বহুলাংশে লোপ পেয়েছে ফলে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান্নোয়ন সম্ভব হয়েছে।

সবার জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ মডেল

সরকারের ভর্তূকী ব্যতিরেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় খাবার পানি সরবরাহ মডেল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ মডেল দেশের ১২৬টি এলাকায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ২৫,২০০ টি পরিবারের মাঝে নিরবিচ্ছন্নভাবে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ হচ্ছে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের

খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় ৮১টি ইউনিয়নের ৩৬টি গ্রামে প্রায় ১৮,০০০ টি পরিবারের মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন মিঠা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছড়াও সরকারের জিওবির অর্থায়নে ৭৮টি এলাকার প্রায় ১৫,৬০০ টি পরিবারের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে।

শিল্প কারখানায় পানি সরবরাহের একাডেমী মডেল

যমুনা নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতার কারণে ''যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেডে'' ইউরিয়া সার উৎপাদন ব্যহৃত হতো। সারা বছর নিরবিচ্ছিন্ন সার উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখার স্বার্থে আরডিএ, বগুড়া'র মাধ্যমে তৎকালীন সরকার অর্থাৎ বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সাতটি গভীর নলকূপসহ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (অটোমেটিক) এর মাধ্যমে ঘন্টায় ৭২০ মেঃ টন পানি পরিশোধন পূর্বক ইউরিয়া সার উৎপাদন ও খাবার পানির গ্রহণযোগ্য মানে সরবরাহের মাধ্যমে সারা বছর ইউরিয়া সার উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত কাজ বিদেশিদের মাধ্যমে ৭২.০০ কোটি টাকায় করার কথা থাকলেও আরডিএ, বগুড়া দেশীয় প্রযুক্তিতে মাত্র ৩.২৫ কোটি টাকায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

কর্ণফুলি ইপিজেড, চট্রগ্রামে শিল্প কারখানাসমূহের পানির তীব্র সংকট নিরসনে সরকার বৈদেশীক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা ৬১.০০ কোটি ব্যয় কর্ণফুলি নদীর পানি পরিশোধনপূর্বক ইপিজেড এলাকায় সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আরডিএ, বগুড়া মাত্র ১৯.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে Reverse Osmosis প্রক্রিয়ায় কর্ণফুলির লবনাক্ত পানি পরিশোধন করে দৈনিক ২০ লক্ষ গ্যালন খাবার ও কারখানায় ব্যবহার উপযোগী মানে ২০০৮ সন হতে কর্ণফুলি ইপিজেড, চট্রগ্রাম এলাকায় সরবরাহ করে যাচ্ছে প্রকল্পটি বর্তমানে সাফল্যজনকভাবে চলমান রয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি স্থানান্তরিত বিসিক চামড়া শিল্প নগরী সাভার এলাকায় আরডিএ, বগুড়া উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি Pressurized পদ্ধতিতে (দেশে সর্বপ্রথম Overhead Tank ছাড়া) ঘন্টায় এক লক্ষলিটার পানি (ট্যানারী ও খাবার পানি গুনগতমানে) সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্প আরডিএ'র প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

কমিউনিটি বায়োগ্যাস মডেল

দেশের জ্বালানী শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস মডেলের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান্নোয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। পাশাপাশি বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত গোবর ও বর্জ্য থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার প্রস্তুত করে জমিতে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প সমগ্র দেশের ১১২টি এলাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

বহুতল কৃষিতে প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তি মডেল

সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহারের মাধ্যমে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর (প্রায় ৫০-৬০ বিঘা) জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে ধান/ধান জাতীয় ফসলের উৎপাদন ব্যহত না করে একই সাথে একই জমিতে মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এতে জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। মডেলটি সম্প্রসারণের জন্য সরকার ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

পল্লী ফসল ক্লিনিক (ফসলের ডাক্তার) মডেল

দেশের কৃষকেরা রোগ-বালাই এবং পোকা মাকড়ের হাত থেকে গাছপালা ও ফসলকে রক্ষার জন্য একমাত্র উপায় হিসাবে বিষাক্ত রাসায়নিক বালাইনাশকের (Toxic Chemical Pesticide) উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক পরামর্শের অভাবে অনুমান নির্ভর মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক বিষ ব্যবহার করেন পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বহুগুণে বেড়ে যায়। এ অবস্থা নিরোসনে আরডিএ বগুড়া'র 'পল্লী ফসল ক্লিনিক' তথা ফসলের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শ কেন্দ্র কৃষকের মাঝে ফসলে স্বাস্থ্য তথ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা (ওয়াইজ মডেল)

গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বীজ সেক্টরে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করতে আরডিএ বগুড়া'র **গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসার**

মডেল দেশের উত্তোরাঞ্চলে কার্যকরি অবদান রেখে যাচ্ছে। মডেলটি সম্প্রসারণের জন্য সরকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ম্যাজিক পাইপ/পর্যবেক্ষণ পাইপ ও রেইজড বেড

ম্যাজিক পাইপ ও রেইজড বেড পদ্ধতিতে চাষাবাদ দেশের জন্য একটি আধুনিক প্রযুক্তি। বাংলাদেশে ১ কেজি ধান উৎপাদনে ৩০০০-৪০০০ লিঃ সেচ পানি প্রয়োজন। সর্বমোট পানির ৯৭ ভাগ পানি সেচ কার্যে ব্যবহার হয় এবং মোট জমির শতকরা ৪৬ ভাগ সেচের আওতাভূক্ত। দেশের ৭৫ ভাগ সেচ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। প্রতিবছর গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল নানা প্রতিকূলতা থেকে উত্তোরণে ম্যাজিক পাইপ ও রেইজড বেড পদ্ধিতে চাষাবাদ প্রচলন বৃদ্ধিতে একাডেমী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ধান চাষে ১০-৩০% পানি সাশ্রয় এবং ২১-২৭% সেচের খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে। রেইজড বেড পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে ৪৩% সেচ পানি, ইউরিয়া সার ও বীজ ব্যবহার সাশ্রয়সহ ও ফলন ১০-২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি হ্রাসে এ মডেলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। মডেলটি আরডিএ, বগুড়া'র মাধ্যমে সমগ্র দেশে সম্প্রসারণের জন্য ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

পল্লী জীবিকায়নে আরডিএ ঋণ মডেল

দেশের পৌর এলাকায় সরকারীভাবে ভর্তূকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পানির বিল/চার্জ পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ উদ্ভাবিত পানির বহুমূখী ব্যবহার কর্মকান্ডের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল/চার্জ পরিশোধেরক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) বিগত ২০০১-২০১৪ পর্যন্ত ১৮৫ টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

৪.৫ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স যাত্রা শুরু করে। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ''বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স''। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বার্থে কমপ্লেক্সটিকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে উন্নীত করা হয় এবং এটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) (Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)। ১৬ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি(বাপার্ড) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সালের ৮ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ প্রণীত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাপার্ড-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন।

বাপার্ড-এ বঙ্গবন্ধু'র ম্যুরাল।

ভিশন

গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন।

মিশন

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

একাডেমি'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান, কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা এবং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে কম্পিউটার, পোশাক তৈরি, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন ও হাউজ ওয়্যারিং বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, জেন্ডার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সাধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

একাডেমিতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৫৭টি ব্যাচে ১,৭২৮ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১৫৭৫জন সুফলভোগী, সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রায় ২৬টি কর্মশালা, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা বাপার্ড এর প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার বাপার্ড-এর চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

বঙ্গবন্ধু পিএটিসি-ইআরএম (সংশোধিত) প্রকল্প

১। প্রকল্পের নামঃ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প

২। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাপার্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

৩। অবকাঠামোসমূহের নকশা প্রণয়নঃ স্থাপত্য অধিদপ্তর

৪। অবকাঠামো নির্মাণঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৫। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১০- জুন/২০১৬খ্রিঃ

৬। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৭৪৮.৬৬ লক্ষ টাকা

স্থাপত্য অধিদপ্তর কতৃক ডিজাইনকৃত বাপার্ড-এ নির্মাণাধীন
১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের ত্রিমাত্রিক চিত্র

স্থাপত্য অধিদপ্তর কতৃক ডিজাইনকৃত বাপার্ড-এ নির্মাণাধীন
১০ তলা হোস্টেল ভবনের ত্রিমাত্রিক চিত্র

প্রকল্পের অগ্রগতি

১। ২০.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে।
২। বর্তমান ক্যাম্পাস সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বস্থ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।
৩। প্রকল্পের অর্থায়নে বাপার্ড-এর বর্তমান ভবনসমূহ মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।
৪। বাপার্ড-এর রেস্ট হাউজের জন্য ঢাকায় একটি ফ্লাট ক্রয় করা হয়েছে।
৫। প্রকল্পের আওতায় যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত করা হয়েছে।
৬। ১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের ২২৭টির মধ্যে ৩৫টি পাইল স্থাপন করা হয়েছে এবং ১০তলা হোস্টেল ভবনের পাইলিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে।
৭। প্রকল্পের অর্থায়নে ৬৫৯জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৮ পল্লী দারিদ্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ০৭ টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫১ টি জেলার ৩৫১ টি উপজেলার ৩৯২ টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত করেছে। পিডিবিএফ-এর সুভলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ মহিলা। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পিডিবিএফ প্রায় ৯ লক্ষাধিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সেবা প্রদান করে। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পিডিবিএফ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সয়ম্ভর ও উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৭১৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ আদায় হয়েছে ৭২৫ কোটি টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯৮%। এ কার্যক্রমে প্রায় ৯ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন- গাভিপালন, মৎসচাষ, শাকসবজি চাষ, নার্সারি, মুরগিপালন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ উপকারভোগীদের সরাসরি আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELP)

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা' সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না। পিডিবিএফ যেহেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাই এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ্য জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সঞ্চয় কার্যক্রম

পিডিবিএফ এর সুফলভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পিডিবিএফ গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন করে সমিতির সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আদায় করে সদস্যদের পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। পিডিবিএফ এ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প আছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের ৩৬৩.৭০ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা আছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সদস্য প্রশিক্ষণঃ পিডিবিএফ এর সকল সুফলভোগীদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে পিডিবিএফ মোট ৪৯৭ ব্যাচে ১২,৪০০ জন সুফলভোগী সদস্যদের ২৪,৮০০ জনদিবস নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলের বাগআচঁড়া কার্যালয়ে ২দিন ব্যাপি নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

প্রশিক্ষণ ফোরাম/উঠান বৈঠকঃ সমিতির সকল সদস্যকে সপ্তাহে একবার প্রশিক্ষণ ফোরাম/উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রায় সকল সদস্যকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, পরিবেশ, বনায়ন, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম, নারীর আইনগত অধিকার ও ক্ষমতায়ন, জেন্ডার, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানসহ সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

উঠান বৈঠকে সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম পরিচালনা করছেন পিডিবিএফ মাঠ কর্মী

কর্মী প্রশিক্ষণঃ পিডিবিএফ দক্ষ কর্মীবাহিনী সৃষ্টির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৩,৫৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিডিবিএফ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা এবং বাইরের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের এই মহান কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করছে। এছাড়া পিডিবিএফ এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল পর্যায়ের প্রতিটি সহকর্মীর উপস্থিতিতে অঞ্চলভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও যোগাযোগ কর্মশালা করে থাকে।

সহকারী পরিচালক (হিসাব)গণের প্রশিক্ষণ -এ প্রশিক্ষনার্থীগণ ও পিডিবিএফ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

পল্লী রঙ

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করে আসছে। ইতোমধ্যে আগাঁরগাওয়ে সমবায় ভবনের ডিসপ্লে সেন্টারে পল্লী রঙ নামে একটি প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে পিডিবিএফ। পল্লী রঙ চালুর ফলে সারা দেশে পিডিবিএফ এর প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ গ্রামীণ সদস্য ও তাদের পরিবার উপকৃত হচ্ছে।

আগারগাঁও সমবায় ভবন এ পল্লী রঙ এর ডিসপ্লে সেন্টার

পিডিবিএফ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সরকারী ও নিজস্ব অর্থায়নে নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি প্রকল্পও পরিচালনা করে আসছেঃ

পিডিবিএফ সৌর শক্তি প্রকল্প

বর্তমান সরকারের Vision ২০২১ অনুযায়ী "সবার জন্য বিদ্যুৎ" এই সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ ইতোমধ্যে দেশের ২৩ টি জেলার ১৩০ টি উপজেলায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৯,৫২০ টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করছে। সৌর বিদ্যুৎ এর-মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৮.০৫ MW বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পিডিবিএফ দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় অবদান রাখছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্পটি ২৮৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২,০৫,২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ১০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার চন্ডিপুর মহিলা সমিতির সুফলভোগী সদস্যদের সাথে
জনাব এ এইচ এম আবদুল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশের জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh)

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক (Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh.) শীর্ষক প্রকল্পটি উপকূলীয় এলাকার ৮টি জেলার মোট ২০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা।

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য ছিল উপকূলীয় অঞ্চলে জৈব জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস করার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃস্বরণ কমিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো। উপকূলীয় এলাকার জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষতিকর কার্বন নিঃস্বরণ হ্রাসকরণ। সমগ্র বাংলাদেশে ৬৪০টি সোলার সিস্টেম বিনা মূল্যে বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, মসজিদ, মন্দির, ক্লাব ঘর, বিভিন্ন অফিস ইত্যাদি) স্থাপন করা সহ সর্বমোট ৬৪০০টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তে সফলভাবে সমাপ্ত হবে।

সৌর শক্তি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সোলার সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত মনপুরা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাব

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন Installation of Solar Systems at Union Information and Service Center (UISC)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের অর্থায়নে পিডিবিএফ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করছে । প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউআইএসসি (বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা ইউডিসি) থেকে গ্রামীণ জনসাধারণ যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য ও সেবা পেতে পারে সেজন্য গ্রীড সুবিধার পাশাপাশি সহায়ক (ব্যাকআপ) হিসেবে ইউআইএসসিসমূহে সৌরবিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ইউআইএসসি থেকে গ্রামের জনসাধারণ নিরবিচ্ছিন্ন তথ্য সেবা পাচ্ছে, গ্রামীণ জনগণের তথ্যভান্ডারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়েছে, ইউআইএসসির উদ্যোক্তাদের কর্মদক্ষতা ও উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ আরও বেগবান হয়েছে। বিগত জুন, ২০১৪ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ৭৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টীম কর্তৃক মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বাংলদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৭.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিডিবিএফ এর ই-সেবা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ০৮টি বিভাগের ৫২টি জেলায় ৩৯৬টি উপজেলা/কার্যালয়ে উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৮.৮০ কোটি টাকা। প্রধান কার্যালয় ঢাকা সহ সারা দেশে ১১টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে পিডিবিএফ এর সহকর্মী ও সুফলভোগীদের বিনামূল্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকগণ এ সকল আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পিরোজপুর আইসিটি ল্যাব আয়োজিত আইসিটি প্রশিক্ষণের বক্তব্য রাখছেন জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর জেলা জনাব এ কে এম শামিমুল হক সিদ্দিকী

সোলারের মাধ্যমে পানি বিলবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ১১টি উপজেলায় সোলারের মাধ্যমে পানি বিলবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প (পাইলটিং) কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৩ মাসের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ১৫৮টি স্পটে ২৯১টি সোলার বিলবণীকরণ/ বিশুদ্ধকরণ প্যানেল স্থাপন করে দরিদ্র জনপদে সুপেয় পানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে। অনুরুপভাবে ২য় পর্যায়ে ৯টি জেলার ১৮টি উপজেলায় সোলার পানি বিলবণীকরণ প্যানেলের মাধ্যমে ২,১৬০টি প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.৯ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি ‘গ্রহণকারী ব্যবস্থা’ গড়ে তোলা এবং ‘প্রদানকারী ব্যবস্থা’কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয় ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর মাধ্যমে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারি খাতে ‘জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয় ।

পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের আওতায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ শেষে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটিকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ২৮ ধারার বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণের মাধ্যমে ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয় ।

ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকা

ফাউন্ডেশনের 'Memorandum and Articles of Association' অনুসারে দেশের সমগ্র এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয় । ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পূর্বে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল সংস্থানের সুপারিশ করা হয়।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ফেবুয়ারি ২০০৭ সালে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে 'টাস্ক ফোর্স' সুপারিশ অনুসারে তহবিল সংস্থানের অভাবে কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি ।

মাননীয় প্রধানমমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প' গ্রহণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা ও চাঁদপুর জেলার ৬০টি উপজেলায় জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

মাননীয় প্রধানমমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ২৬টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

ব্যবস্থাপনা

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে । সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন । সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন । স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন । ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ।

ফাউন্ডেশনের তহবিল প্রাপ্তি

(টাকার অঙ্কঃ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	তহবিল প্রাপ্তির বিবরণ (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)			উৎস
	আবর্তক ঋণ তহবিল	জনবল, পরিচালন ও অন্যান্য (সম্পদ/প্রশিক্ষণ)	মোট (২+৩)	
১	২	৩	৪	৫
২০০৫-২০০৬	৫০০.০০	৩৫০.০০	৮৫০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৬-২০০৭	০	০	০	-
২০০৭-২০০৮	০	০	০	-
২০০৮-২০০৯	৫০০.০০	১০০.০০	৬০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৯-২০১০	৫০০.০০	০	৫০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১০-২০১১	৯২০.০০	৮০.০০	১০০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১১-২০১২	৯২২.০০	১৭.০০	৯৩৯.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১২-২০১৩	০	৮.০০	৮.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৩-২০১৪	১০৪২.৩৬	৬৩৩.৬৮	১৬৭৬.০৪	উন্নয়ন বাজেট
মোট	**৪৩৮৪.৩৬**	**১১৮৮.৬৮**	**৫৫৭৩.০৪**	-

আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের বিবরণ

(টাকার অঙ্কঃ লক্ষ টাকায়)

তহবিলের উৎস	প্রাপ্ত আবর্তক ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ	ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়			মাঠে বিনিয়োগকৃত ঋণ স্থিতি (আসল)
			আসল	সার্ভিস চার্জ (১১% হারে)	মোট	
১। অনুন্নয়ন বাজেট	১০০০.০০	৯৫৪৭.০১	৮১৬৩.২৭	৮৯৭.৯৬	৯০৬১.২৩	১৩৮৩.৭৪
২। উন্নয়ন বাজেট	৩৩৮৪.৩৬	১৪৪৯৩.২৭	১০৮১৩.১৮	১১৮৯.৪৫	১২০০২.৬৩	৩৬৮০.০৯
মোট	**৪৩৮৪.৩৬**	**২৪০৪০.২৮**	**১৮৯৭৬.৪৫**	**২০৮৭.৪১**	**২১০৬৩.৮৬**	**৫০৬৩.৮৩**

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং ২০০৯-২০১৪ সময়ে প্রদত্ত ৩৮.৪৮ কোটি মোট ৪৩.৪৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে । ২০১৩–১৪ অর্থ বছরে ৪৬০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ৫৪৪২ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন'১৪ পর্যন্ত ২৭৬৮টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ৮৪৯১৯ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম–কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । মোট ৪৮টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় । ২০১৩–১৪ অর্থ বছরে ৫৩০১.৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৪৬৬৪.০৯ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'১৪ পর্যন্ত ২৪০৪০.২৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৮৯৭৬.৪৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯২.৩৪ ভাগ ।

ভান্‌কি ব্যবসায় খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যার কাজ

ঋণের টাকায় কলা বাগান পরিচর্যা

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে । ২০১৩–১৪ অর্থ বছরে ৩১৯.৩৬ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয় । এ প্রক্রিয়ায় জুন'১৪ পর্যন্ত ১৮১৩.৩২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয় ।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৩–১৪ অর্থ বছরে ১৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ৮১,৫২২ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৬% । সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ২৩০৭৮.৬৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ১৭৪০.৭৯ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের মাত্রা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, পুষ্টি-স্বাস্থ্য, জনসংখ্য নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগীতা প্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এক নজরে ফাউন্ডেশনের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	১১১	২৬৫৭	২৭৬৮
২। সদস্যভুক্তি	৩৩৯৭	৮১৫২২	৮৪৯১৯
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	৭২.৫৩	১৭৪০.৭৯	১৮১৩.৩২
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৯৬১.৬১	২৩০৭৮.৬৭	২৪০৪০.২৮
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৭৫৯.০৬	১৮২১৭.৩৯	১৮৯৭৬.৪৫
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৮৩.৫০	২০০৩.৯১	২০৮৭.৪১
৭। ঋণ আদায়ের হার (%)	৮৮	৯৩	৯৩
৮। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (জন)	২০০	৪৯৫০	৫১৫০

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ৮৪৯১৯ পরিবার হতে ০১ (এক) জন পুরুষ/মহিলাকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কৃষি উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মহিলাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহে সরকার হতে কোন অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। সরকার প্রদত্ত মোট ৪৩৮৪.৩৬ লক্ষ টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল'এর মাধ্যমে পরিচালনাধীন ঋণ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% অর্থের মাধ্যমে পূর্ণকালীন ৩১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার .....

জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম
মহাপরিচালক / নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

জনাব ড. প্রশান্ত কুমার রায়
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।

জনাব রবীন্দ্রনাথ স্মর্ম্মা
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

জনাব আবদুল মতিন
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।

জনাব মোঃ শওকত আকবর
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড). কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জনাব এ এইচ এম আবদুল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

জনাব মাহবুবর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন।